POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 43

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার ২৬ শে অক্টোবর, 2017 5 সফর 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমার জন্য কুফরীর ফতোয়া আনানো হইল। আমার বিরুদ্ধে কুফরীর ফতোয়া লইয়া পৃথিবীতে এক হৈ চৈ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইল। হত্যার ফতোয়া দেওয়া হইল। শাসক গোষ্ঠীকে উসকাইয়া দেওয়া হইল। সাধারণ লোকদিগকে আমার ও আমার জামাতের বিরুদ্ধে নারাজ করিয়া দেওয়া হইল। মোট কথা আমাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য সকল চেষ্টা করা হইল। কিন্তু খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই সকল মৌলবী এবং তাহাদের সঙ্গীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ ও বিফলমনোরথ হইল।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

৭৭নং নিদর্শন: আমার ছেলে বশীর আহমদ চোখের পীড়ায় এইরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোন ঔষধই কাজ করিতেছিল না এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। যখন রোগের কাঠিন্য চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া গেল তখন আমি দোয়া করিলাম। এই সময় ইলহাম হইল بَرِّق طفلی بشیر অর্থাৎ আমার ছেলে বশীর দেখিতে লাগিল। তখন ঐ দিনই বা পরের দিন সে সুস্থ হইয়া গেল। এই ঘটনাও প্রায় একশত মানুষ জানিয়া গেল।

৭৮ নং নিদর্শন: আমার গৃহ সংলগ্ন একটি গলিতে আমি ছোট মসজিদ নির্মাণ করিলাম তখন আমার মনে হইল ইহার কোন তারিখ থাকা দরকার। তখন খোদা তা'লার পক্ষ হইতে ইলহাম হইল مُبَارَكٌ وَّمُبَارِكٌ وَّكُلُّ اَمْرٍ مُّبَارَكٍ يُّجْعَلُ فِيْهِ (অর্থ যাহা কিছু এখানে করা হইবে উহার সব কিছুই বরকতময়-অনুবাদক) ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ইহাতে আরবী অক্ষরের মূল্যমান অনুযায়ী মসজিদের তারিখ নির্ণিত হয়।

৭৯ নং নিদর্শন: বারাহীনে আহমদীয়ায় এই জামাতের উন্নতি সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ অর্থাৎ প্রথমে একটি বীজ হইবে। ইহা নিজের অঙ্কুর নির্গত করিবে। অতঃপর ইহা মোটা হইবে। ইহা নিজের শাখার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ইহা এই জামাতের জন্মের পূর্বে এবং ইহার উন্নতি সম্পর্কে আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে করা হইয়াছিল। ইহা এইরূপ সময়ে করা হইয়াছিল যখন না কোন জামাত ছিল আর না আমার সঙ্গে কাহারো বয়াতের সম্পর্ক ছিল। বরং তাহাদের মধ্যে কেহ আমার নামের সঙ্গেও পরিচিত ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এই জামাত সৃষ্টি করিয়া দিলেন, যার সংখ্যা এখন তিন লাখের উপরে। আমি একটি ছোট বীজ ছিলাম যাহা খোদার হাতে বপিত হইয়াছে। অতঃপর আমি এক সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত গুপ্ত ছিলাম। অতঃপর আমার প্রকাশ ঘটিল এবং অনেক শাখা আমার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিল। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল খোদা তা'লার হাত দ্বারা পূর্ণ হইল।

৮০ নং নিদর্শন: বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ-

অর্থাৎ বিরুদ্ধাবাদীরা নিজেদের মুখের ফুৎকারে খোদার জ্যোতিকে নিভাইয়া দিতে চাহিবে। কিন্তু অস্বীকারকারীরা বিদ্বেষ পোষণ করিলেও খোদা স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণ করিবেন। ইহা ঐ সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী যখন কোন বিরুদ্ধবাদী ছিল না। বরং কেহ আমার নামের সহিত পরিচিত ছিল না। ইহার পর ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে সম্মানের সহিত আমি খ্যাতি লাভ করিলাম এবং হাজার হাজার ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করিল। তখন এইরূপ বিরোধিতা হইল যে, মক্কাবাসীদের নিকট ঘটনার বিপরীত বর্ণনা করিয়া মক্কা মোয়ায্যামা হইতে আমার জন্য কুফরীর ফতোয়া আনানো হইল। আমার বিরুদ্ধে কুফরীর ফতোয়া লইয়া পৃথিবীতে এক হৈ চৈ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইল। হত্যার ফতোয়া দেওয়া হইল। শাসক গোষ্ঠীকে উসকাইয়া দেওয়া হইল। সাধারণ লোকদিগকে আমার ও আমার জামাতের বিরুদ্ধে নারাজ করিয়া দেওয়া হইল। মোট কথা আমাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য সকল চেষ্টা করা হইল। কিন্তু খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই সকল মৌলবী এবং তাহাদের সঙ্গীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ ও বিফলমনোরথ হইল। আফসোস, বিরুদ্ধবাদীরা কতখানি অন্ধ। তাহারা এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতাপ দেখে না যে, এই গুলি কোন সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী এবং কত মহিমা ও কুদরতের সহিত এইগুলি পূর্ণ হইয়াছে। এইগুলি কি খোদা তা'লা ছাড়া আর কাহারো কাজ হইতে পারে? যদি (অন্য কাহারো কাজ) হয় তবে ইহার দৃষ্টান্ত পেশ কর। ইহারা চিন্তা করে না যে, ইহা যদি মানুষের কাজ হইত এবং খোদা ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইত তবে ইহারা নিজেদের চেষ্টায় ব্যর্থ হইত না। কে ইহাদিগকে ব্যর্থ করিল? ঐ খোদাই ব্যর্থ করিয়াছেন যিনি আমার সঙ্গে আছেন।

৮১ নং নিদর্শন: বারাহীনে আহমদীয়ায় এইরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

يَعْصِمُكَ اللّٰهُ مِنْ عِنْدِهٖ وَلَوْ لَمْ يَعْصِمْكَ النَّاسُ

অর্থাৎ খোদা তোমাকে সকল বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিবেন যদিও লোকেরা চাহিবে না যে, তুমি বিপদ হইতে রক্ষা পাও। ইহা ঐ যুগের ভবিষ্যদ্বাণী যখন আমি অজ্ঞাতের এক কোণায় গুপ্ত ছিলাম এবং কেহ আমার সঙ্গে না বয়াতের সম্পর্ক রাখিত, না শত্রুতা রাখিত। ইহার পর যখন আমি প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করিলাম তখন সকল মৌলবী ও তাহাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা আগুনের রূপ ধারণ করিল। ঐ সময়ে ডক্টর মার্টিন ক্লার্ক নামে এক পাদ্রী আমার বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা করিল। এই মোকদ্দমায় আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়া গেল যে, পাঞ্জাবের মৌলবীরা আমার রক্তের পিপাষু এবং তাহারা আমাকে একজন খৃষ্টান মনে করে, যে আঁ হযরত (সা.) -এর দুশমন এবং তাঁহাকে গালমন্দ করে, তাহার চাইতেও মন্দ মনে করে। কেননা, এই মোকদ্দমায় কোন কোন মৌলবী আমার বিরুদ্ধে আদালতে হাজির হইয়া পাদ্রীর পক্ষে সাক্ষ্য দিল। কোন কোন মৌলবী এই দোয়ায় লাগিয়া গেল যাহাতে পাদ্রীরা জয়যুক্ত হয়। আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানিয়াছি যে, তাহারা মসজিদে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতেছিল, হে খোদা এই পাদ্রীকে সাহায্য কর এবং তাহাকে জয়যুক্ত কর। কিন্তু সর্বজ্ঞানী খোদা তাহাদের কিছুই শুনিলেন না। না সাক্ষীরা নিজেদের সাক্ষ্যে কৃতকার্য হইল, না দোয়াকারীদের দোয়া কবুল হইল। ইহারাই হইল আলেম, যাহারা ধর্মের সহায়ক। ইহাই হইল জাতি, যাহাদের জন্য মানুষ জাতি জাতি বলিয়া চিৎকার করে! এই সকল লোক আমাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য তাহাদের সকল পরিকল্পনা জোরালো করিল

এরপর সাতের পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

রিপোর্টের শেষাংশ.....

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটি একটি সাধারণ প্রশ্ন যা আমাকে অনেক জায়গায় জিজ্ঞাসা করা হয়। এটিই কি একমাত্র কাজ যা আমাদেরকে সমাজের সঙ্গে সমন্বিত করতে পারে? একবার সুইডেনে এক সাংবাদিক এই প্রশ্ন করলে আমি তাঁকে এই উত্তর দিই যে, যদিও আমি নিজের ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তিতে আপনার সঙ্গে করমর্দন করি না, কিন্তু যদি কখনো এমন দেখা দেয় যেখানে আপনার আমার সাহায্যের প্রয়োজন এবং আপনি কোন সমস্যা বা বিপদের সম্মুখীন হন তবে আপনি নিশ্চয় আমাকে সাহায্যকারী হিসেবে দেখবেন। অতএব এটি সমন্বয়। সমন্বয়ের অর্থ হল নিজের দেশকে ভালবাস এবং নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে যথাস্থানে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা কর। দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে সম্মান করা উচিত। দেশের সকল নাগরিকের সম্মান করা উচিত এবং এই দেশের প্রত্যেকটি জিনিসকে সম্মান করা উচিত। এটিই প্রকৃত সমন্বয়। ইহুদী ধর্মে তওরাতের শিক্ষা অনুযায়ী পুরুষরা মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করে না। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছে যে, তার ঘরের পাশে একটি ইহুদীদের উপাসনাগার আছে। সেখানকার ধর্ম-যাজক ঘোষণা করেছে যে, তিনি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করবেন না, কিন্তু সেখানে কেউই কোন প্রশ্ন তোলে নি। কেননা এমনটি করলে Anti-Semitism বা ইহুদী বিদ্বেষ সংক্রান্ত আইন উলঙ্ঘন করা হবে। যদি এমন বিষয় মুসলমানদের ক্ষেত্রে সামনে আসে তখন আপনারা বড়ই বীরত্বসহকারে প্রশ্ন করেন। কিন্তু আমরা এর কদর করি এবং এর উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

* একজন সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.) কে আসসালামো আলাইকুম বলেন এবং প্রশ্ন করেন যে আপনি বেশ কিছু সময় থেকে পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক করে আসছেন। আমি জানতে চাই যে, এই যুদ্ধের জন্য মুসলমান দেশগুলি কতটা দায়ী হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মুসলমান দেশগুলি তো অবশ্যই দায়ী, কেননা তারা এর কারণ হয়ে উঠছে। ভিন্নবাক্যে সেখান থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। (এই প্রশ্নটি উর্দু ভাষায় ছিল, এই কারণে হুযুর আনোয়ার উর্দুতে উত্তর দেওয়ার পর অন্যদের জন্য ইংরেজিতেও উত্তর দেন।)

এই সাংবাদিক সম্মেলন বিকেল ৪টে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সম্মেলন শেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্রাম কক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন। বিকেলের অবশিষ্ট সময়টুকু হুযুর আনোয়ার (আই.) অফিসের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের কাজে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর রাত ৯টায় হুযুর আনোয়ার পুরুষ জলসাগাহে এসে মগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযুর বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

২৬ শে আগস্ট, ২০১৭

ভোর ৫.৩০ টায় হুযুর আনোয়ার (আই.) হুযুর আনোয়ার (আই.) পুরুষ জলসাগাহে এসে ফজরের নামায পড়ান। সকালে হুযুর অফিসের চিঠিপত্র দেখেন এবং দপ্তরের কাজে ব্যস্ত থাকেন।

কার্যক্রম অনুযায়ী আজকে লাজনা জলসাগাহে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর লাজনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ ছিল। বেলা দশটার সময় হযরত বেগম সাহেবা মাদ্দা যিল্লাহাল আলার সভাপতিত্বে লাজনাদের অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত চলতে থাকে। এই অধিবেশনে কুরআন করীমের তিলাওয়াত, এর উর্দু অনুবাদ, উর্দু নযম এবং আরবি কাসীদার পর তিনটি বক্তব্য উপস্থাপিত হয়।

কার্যক্রম অনুযায়ী দুপুর ১২টার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) লাজনাদের জলসাগাহে আসেন। জার্মানীর ন্যাশনাল সদর লাজনা ইমাইল্লা তাঁর সহকারীনীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)কে অভ্যর্থনা জানান। মহিলারা উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে নারা-ধ্বনির মাধ্যমে হুযুরকে স্বাগত জানায়। লাজনাদের এই অধিবেশনের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন স্নেহের দুররে আজম হিউবশ সাহেবা এবং এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন ফউযিয়া বুশরা সাহেবা। এরপর আনিকা শাকের সাহেবা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) রচিত একটি নযম পরিবেশন করেন।

‘ এ্যাহদ শিকনি না করো এহলে ওফা হো যাও।’

অর্থ: প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না, বিশ্বস্ত হও।

এরপর অনুষ্ঠান অনুযায়ী হুযুর আনোয়ার (আই.) ৪৬ জন ছাত্রীকে সংশাপত্র প্রদান করেন এবং হযরত বেগম সাহেবা মাদ্দা যিল্লাহাল আলা তাদেরকে পদকমালা পরিয়ে দেন।

শিক্ষা পুরস্কার অর্জনকারীনী সেই সকল ছাত্রীদের নামে নাম নীচে দেওয়া হল।

নাইলা ইফতেখার সাহেবা
Phd in Human Medicine

আফিয়া আনোয়ার সাহেবা
State Examination in Pharmacy

যহা ইসলাম সাহেবা
State Examination in Human Medicine

রাহাতুল আঈন খালিদ মাহমুদ সাহেবা
State Examination in Dentistry

ফায়েযা সৈয়্যদ আহমদ সাহেবা
1st State Examination in Teaching

সা'দিয়া সৈয়্যদ আহমদ সাহেবা
State Examination in Teaching

হিবাতুল হাঈ সৈয়্যদা গাফুর সাহেবা
State Examination in Dentistry

উরুজ মালিক সাহেবা
1st State Examination in Teaching

নুরাইন মাহেরু সাহেবা
Master of Science in Medical Informatics

শাযিয়া নূর চৌধুরী সাহেবা
Master of Education in German & Geography at Gymnasium/ Lehramt

আনা আলুবী সাহেবা
Master of Arts in Religious Science

শাযিয়া খান সাহেবা
Master of Education in Enviromental Protection

গাযালা আহমদ সাহেবা
Master of Education in Econcmics and German

লরা মোলিনাযটিউ সাহেবা
Master of Arts in Governnance and Public Policy

ফারাহ যেব তাহের সাহেবা
Master of Media Computer Science Informatics

রিহানা ফারুক সাহেবা
Master of Arts in International Marketing

সাবানা নাসের সাহেবা
Master of Science in Bio Informatics and System Biology

সমীরা শাদ সাহেবা
Bachelor of Arts in Ethonology

হীরা রহমান বাট সাহেবা
Bacholor of Science in Business Informatics

সাবিহা বাশারত সাহেবা
Bachelor of Arts in Religious Studies

নুরাঈন আহমদ সাহেবা
Bachelor of Arts in Culture Studies

উরুশা আহমদ সাহেবা
Bachelor of Science in International Business Information system

নাবীলা বুশরা সাহেবা
Bachelor of Arts in Social Work

ফারাহ শাব্বীর সাহেবা
Bachelor of Arts in Social Work

মানসুরা এহসানুল্লাহ্ সাহেবা
Bachelor of Arts in Nursing and Health Promotion

শুমাইলা মুযাফ্ফর খান সাহেবা
Bachelor of Science in Psychology

মায়েমা আহমদ সাহেবা
Bachelor of Arts in Social Work

নাদিয়া চৌধুরী সাহেবা
Bachelor of Arts in English/ Pedagogy

আনীলা সাজ্জাদ আহমদ সাহেবা
Bachelor of Arts in Islamic Studies

তাহেরা ভট্টি সাহেবা
Bachelor of Arts in Teaching

বারিয়া কমর আসলাম সাহেবা
Bachelor of Arts in Extracurricular Education

নুমান কমর সাহেবা
Bachelor of Arts in Time Based Media

মুনীরা খান সাহেবা
A-Level (Abitur)

তুবা আহমদ দুররানী সাহেবা
A-Level (Abitur)

বারিয়া হিনা কমর সাহেবা
A-Level (Abitur)

ইফরা ইকবালা সাহেবা
A-Level (Abitur)

সালমা মনোয়ার আহমদ সাহেবা
A-Level (Abitur)

ডক্টর সালমা বাট সাহেবা
PhD in Breast Cancer

নিদার রিয়ায সাহেবা
Master of Science in Electrical Engineering

সা'দিয়া মাহমুদ সাহেবা
Master of Science in Chemistry

শুমাইলা মাদহাত বাসেত সাহেবা
Master of Science in Medicine and Clinical Research

তাহেরা মুবাশ্বের সাহেবা
Master of Science in Industrial & Organizational Psychology

সামিনা জাভেদ সাহেবা
High School Diploma

উরুশা যাহেদ ভাট্টি সাহেবা
BBIT (Hons)

আমাতুল ওদুদ বুশরা সাহেবা
Master of Science in Zoology and Fisheries

সারা আব্দুস সাত্তার সাহেবা
Master of Science in Organic Chemistry From Baghdad

পুরস্কার বিতরণীর পর ১২টা ২৮ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ উপস্থাপন করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার

জুমআর খুতবা

এ পৃথিবীতে অনেক ধরণের সংগঠন রয়েছে বা বিভিন্ন সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এসব সংগঠন, কমিটি এবং সম্মিলিত বৈঠক জাগতিক কাজের জন্য হয়ে থাকে আর এসব বৈঠক খোদার জন্য বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা খোদার নৈকট্য লাভের জন্য হয় না। কোন বৈঠক যদি মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যেও বসে এবং সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হয় তবু তা কেবল জাগতিক স্বার্থেই হয়ে থাকে। এতেও খোদার সন্তুষ্টি অভিপ্রেত থাকে না। কিন্তু এমন কিছু বৈঠক বা সভাও হয় যার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ধর্মীয়, যা আল্লাহ্ তা'লার যিকর বা স্মরণকে সমুচ্চ করার জন্য হয় অথবা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী করার পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে বা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করার মাধ্যম সন্ধানের উদ্দেশ্যে হয় অথবা সেই সব সভায় যোগদানকারীরা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাতে যোগ দেয়। এক কথায় এসব বৈঠক বা সভার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, যে কাজই আমরা করি না কেন বা যে পরিকল্পনাই আমরা প্রণয়ন করি না কেন অথবা সংগঠনের যে কোন প্রোগ্রামই হোক না কেন সেগুলোর লক্ষ্য যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং বৃথা কার্যকলাপ বর্জন করা হয়। এমন মজলিস বা সভাই খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় আর এমন সভার ফলাফল এ পৃথিবীতেও প্রকাশ পায় এবং এমন বৈঠকে যারা যোগ দেয় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মৃত্যুর পরও কল্যাণমণ্ডিত করেন।

কুরআন শরীফেও আল্লাহ্‌তা'লা মু'মিনদের বৈঠক সম্পর্কে যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা হল, মোমেনীনদের মজলিস অবাধ্যতা, বিদ্রোহ এবং দুষ্কৃতি ও রসূলের অবাধ্যতা হতে মুক্ত এবং তাকওয়ার পথে পরিচালিত হওয়া কাম্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল– আজকালকার মুসলমানদের বেশিরভাগ সভা এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী

মুসলমান আখ্যায়িত হওয়ার পর বস্তুজগতকে যারা অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করে এবং এর পিছনে ছুটে তাদের যে বাস্তব চিত্র তা কার্যত এ কথারই বহিঃপ্রকাশ যে, আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান ও বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। অন্যথায় খোদার সত্তায় যদি বিন্দুমাত্র ঈমান এবং বিশ্বাসও থাকত তবে মুসলমান রাজনীতিবিদ এবং নেতাদের সে অবস্থা হত না যা আজকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে আর নামসর্বস্ব আলেমদের অবস্থাও তেমন হত না যেমনটি আজ চোখে পড়ে।

জাগতিক বিভিন্ন পরামর্শ সভার একটি হল, ইউ.এন.ও. বা জাতিসংঘ। সম্প্রতি এর একটি অধিবেশন বসেছিল তাতে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা ছিল, সেই বক্তৃতা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রবন্ধকার ও বিশ্লেষকরাও কলম ধরেছেন। তারা লিখেছেন, এ বক্তৃতার ফলে শান্তির পরিবর্তে নৈরাজ্য এবং অশান্তি ছড়ানোর আশঙ্কাই বেশি রয়েছে।

আমাদের নিজেদের অবস্থাও খতিয়ে দেখতে হবে। সবসময় স্মরণ রাখা উচিত যে, জামা'তকে উন্নতি করতে দেখা শয়তানের জন্য অসহনীয়। শয়তান তার প্রকৃতি ও স্বভাব অনুসারে আমাদের মাঝেও অস্থিরতা এবং বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাবে। অতএব, যারা অনেক সময় সমবেত হয়ে বসে স্থানীয় 'হালকা' বা শহর বা দেশীয় জামা'তের ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করে বস্তুতঃ অনেক সময়ই তারা শয়তান দ্বারা বিভ্রান্তির শিকার হয়। শয়তানের কাজ যেহেতু সহানুভূতিশীল সেজে হামলা করা তাই এমন বৈঠকে এমন লোকও যুক্ত হয় যারা বাস্তবে জামা'তের ব্যবস্থাপনার বিরোধী হয় না বরং জামা'তের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে মনে করে যে, সেই নৈরাজ্যবাদী সঠিক কথাই বলছে। তাদেরকে নৈরাজ্যবাদী মনে করে না, বরং মনে করে যে, মতামত ব্যক্তকারী এবং সহানুভূতি প্রদর্শনকারী সঠিক কথা বলছে আর সত্যিকার অর্থেই সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। (হুযুর বলেন) সত্যিকার অর্থেই যদি সংশোধনের প্রয়োজন থাকে তাহলে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং যুগ-খলীফার কাছে কথা পৌঁছানো উচিত। এছাড়া যত্রতত্র দল বেঁধে এমনভাবে কথা বলা হয় যেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপন আলোচনা হচ্ছে, জামা'তের প্রতি গভীর বেদনা ও সহানুভূতি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। এই রীতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত রীতি এবং এটি পাপ, বিদ্রোহ, রসূলের অবাধ্যতা আর তাকওয়া থেকে দূরত্বেরই লক্ষণ।

আহমদীয়াত বিরোধীরা যেখানে প্রকাশ্যে জামা'তের বিরোধিতার ষড়যন্ত্র করে থাকে এবং করবে সেখানে সহানুভূতির নামে সহজ সরল ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকদেরকে নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে এবং করে যাবে। তাই সব আহমদীকে এবিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত সকল প্রকার কলহ ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করুন আর সবসময় পুণ্য এবং তাকওয়াসম্মত বৈঠকে বসার তৌফিক দান করুন।

পিতামাতার উচিত সন্তানদের উঠাবসা এবং সঙ্গীদের ওপর দৃষ্টি রাখা যেন আমাদের যৌবনে পদার্পন করা যুবকের অসৎ- সঙ্গ এবং নোংরা বৈঠক থেকে নিরাপদ থাকে আর নিজেদের ঘরেও এমন পবিত্র আলাপ আলোচনা করা উচিত যা তরবীয়তি দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বত্তোম হবে।

আজকে এখানে লাজনা ইমাইল্লাহর ইজতেমা আরম্ভ হচ্ছে। লাজনা বা মহিলা সংগঠনের স্মরণ রাখা উচিত, তাদের অনুষ্ঠানমালার বেশির ভাগ অংশ যেন ধর্মীয় এবং জ্ঞানমূলক বৈঠক হয় আর যোগদানকারী মহিলাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, তারা কোন মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আসেন নি।

ধারাবাহিক বৈঠকের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। রীতিমত অনুষ্ঠান না থাকলেও নিজেদের বৈঠকে বা মিটিংয়ে বসে বৃথা আলাপচারিতার পরিবর্তে গঠনমূলক কথাবার্তা বলুন আর বাজে কথাবার্তা এড়িয়ে চলুন, সময় নষ্ট করা থেকে দূরে থাকুন।

মহানবী (সা.) বলেছেন, নাস্তিকদের সাথে বেশি উঠাবসা করা এবং পানাহার করা তোমাদেরকে ধর্ম ও তাকওয়া থেকে দূরে ঠেলে দিবে। হ্যাঁ! তবলীগের জন্য এবং পুণ্যের প্রচারের জন্য অবশ্যই সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত। এছাড়া তবলীগ বা প্রচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এর জন্য তাদেরকে আমাদের অধিবেশনে আনতে হবে। কেননা, পুণ্যের এই অধিবেশন অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের জলসা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানকারী অনেক অ-আহমদী এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যে, এখানে এসে আমাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

আমেরিকার ফ্লাডলাফিয়ার মাননীয় বিলাল আব্দুস সালাম সাহেবের মৃত্যু, তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২২ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২২ তাবুক, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এ পৃথিবীতে অনেক ধরণের সংগঠন রয়েছে বা বিভিন্ন সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কতক বৈঠকের উদ্দেশ্য হল পরামর্শ করা যেখানে জাগতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরামর্শ করা হয়, তা রাষ্ট্র পরিচালনা-সংক্রান্ত পরামর্শ হোক বা রাজনীতিবিদদের সংগঠনের পরামর্শ হোক বা ব্যাবসায়িক সংগঠনের বৈঠক হোক বা ক্রীড়াকৌতুক ও বিনোদনমূলক আলোচনার জন্য হোক। এসব কারণে সভা হয়ে থাকে। এছাড়া বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান তৈরীর জন্য বিভিন্ন বৈঠক বসে থাকে যেখানে তারা চিন্তাভাবনা করে। এছাড়াও নামসর্বস্ব জ্ঞানমূলক বৈঠকও হয়ে থাকে। বস্তুত এসব সংগঠন, কমিটি এবং সম্মিলিত বৈঠক জাগতিক কাজের জন্য হয়ে থাকে আর এসব বৈঠক খোদার জন্য বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা খোদার নৈকট্য লাভের জন্য হয় না। কোন বৈঠক যদি মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যেও বসে এবং সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হয় তবু তা কেবল জাগতিক স্বার্থেই হয়ে থাকে। এতেও খোদার সন্তুষ্টি অভিপ্রেত থাকে না। কিন্তু এমন কিছু বৈঠক বা সভাও হয় যার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ধর্মীয়, যা আল্লাহ্ তা'লার যিকর বা স্মরণকে সমুচ্চ করার জন্য হয় অথবা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী করার পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে বা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করার মাধ্যম সন্ধানের উদ্দেশ্যে হয় অথবা সেই সব সভায় যোগদানকারীরা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাতে যোগ দেয়। এক কথায় এসব বৈঠক বা সভার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, যে কাজই আমরা করি না কেন বা যে পরিকল্পনাই আমরা প্রণয়ন করি না কেন অথবা সংগঠনের যে কোন প্রোগ্রামই হোক না কেন সেগুলোর লক্ষ্য যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং বৃথা কার্যকলাপ বর্জন করা হয়। এমন মজলিস বা সভাই খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় আর এমন সভার ফলাফল এ পৃথিবীতেও প্রকাশ পায় এবং এমন বৈঠকে যারা যোগ দেয় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মৃত্যুর পরও কল্যাণমণ্ডিত করেন।

অতএব, বৈঠক বা সভা তা পারিবারিক হোক বা স্ত্রী-সন্তানের সাথে হোক অথবা ঘরের বাইরের জগতের সাথেই হোক এ ক্ষেত্রে একজন মো'মিনের দায়িত্ব হল এই চেষ্টা করা যে, কীভাবে আমি খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি, নিজের আধ্যাত্মিকতার মানকে কীভাবে ধরে রাখতে পারি এবং এ ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারি আর কীভাবে নিজের ও মু'মিনদের অবস্থার উন্নতি করতে পারি। এক মু'মিনের বাহ্যতঃ জাগতিক সভা বা বৈঠকও খোদার যিকর বা স্মরণ থেকে খালি থাকে না। জাগতিক কার্যকলাপের সময়ও সে বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলে। জাগতিক কার্যকলাপে রত থাকলেও হৃদয় খোদাকে স্মরণ করতে সে ভুলে না। যদিও সে জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, জাগতিক কার্যকলাপ-সংক্রান্ত বৈঠক হলেও মু'মিনের বৈঠকে প্রতারণা এবং অন্যের অধিকার আত্মসাৎ করা প্রসঙ্গে আলোচনা হয় না, যেভাবে আজকালকার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও জাগতিক ব্যক্তিবর্গের বৈঠকে আলোচনা হয়ে থাকে বরং খোদাভীতি বা তাকওয়া সবসময় দৃষ্টিতে রাখা হয়, এটিই একজন মু'মিনের কাছে প্রত্যাশা করা হয় যে, সে যেন এ বিষয়গুলো সবসময় সামনে রাখে। কুরআন শরীফেও আল্লাহ্‌তা'লা মু'মিনদের বৈঠক সম্পর্কে যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা হল, মোমেনীনদের মজলিস অবাধ্যতা, বিদ্রোহ এবং দুষ্কৃতি ও রসূলের অবাধ্যতা হতে মুক্ত এবং তাকওয়ার পথে পরিচালিত হওয়া কাম্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল– আজকালকার মুসলমানদের বেশিরভাগ সভা এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং মুসলমান মুসলমানকে ধ্বংস করার চেষ্টায় এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনায় লিপ্ত। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

(সূরা আল মুজাদেলা : ১০)

অর্থাৎ– হে যাহারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে গোপন পরামর্শ কর, তখন পাপ কার্য, সীমালঙ্ঘন এবং রসূলের অবাধ্যতা সম্পর্কে গোপন পরামর্শ করিও না; বরং পুণ্য কাজ এবং তাকওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ কর, এবং তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহ্‌র যাহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।

(সূরা মুজাদিলা, আয়াত: ১০)

কিন্তু আমি যেভাবে বলেছি, মুসলমান খোদা তা'লার এ নির্দেশকে ভুলে গেছে। তাদের পারস্পারিক বিবাদ চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তা হল– 'রুহামাউহুম বায়নাহুম' (আল-ফাতাহ: আয়াত- ৩০) । অর্থাৎ, তারা পরস্পর ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্রের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী। কিন্তু এখানে আমরা সে চিত্রই দেখি যা কাফের সম্বন্ধে আল্লাহ্ অঙ্কন করেছেন আর যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'কুলুবুহুম শাত্তা' (আল্-হাশর: ১৫) অর্থাৎ, তাদের হৃদয় বহুধা বিভক্ত। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ হোক বা অন্যদের সাথে গোপন চুক্তি আকারে হোক সেটি হয় আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর অবাধ্যতায় আর তাকওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান। খোদাভীতি মোটেও নেই। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর যার সমীপে তোমাদের সমবেত করা হবে। সেখানে রাষ্ট্র, রাজত্ব, ধনসম্পদ এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন পরাশক্তির আশীর্বাদ কোন কাজে আসবে না। কোন পরাশক্তি সেখানে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর অবাধ্যতা ও তাকওয়া থেকে বিচ্যুতির শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

সত্যিকার অর্থে মুসলমান আখ্যায়িত হওয়ার পর বস্তুজগতকে যারা অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করে এবং এর পিছনে ছুটে তাদের যে বাস্তব চিত্র তা কার্যত এ কথারই বহিঃপ্রকাশ যে, আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান ও বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। অন্যথায় খোদার সত্তায় যদি বিন্দুমাত্র ঈমান এবং বিশ্বাসও থাকত তবে মুসলমান রাজনীতিবিদ এবং নেতাদের সে অবস্থা হত না যা আজকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে আর নামসর্বস্ব আলেমদের অবস্থাও তেমন হত না যেমনটি আজ চোখে পড়ে। যাইহোক, এ যুগে যেখানে আমাদের নিজেদেরকে এ ধরণের চিন্তাধারা থেকে পবিত্র করা এবং খোদাভীতি ও তাকওয়াকে নিজেদের মাঝে বৃদ্ধি করা কর্তব্য সেখানে যাদের সেই সকল অ-আহমদী মুসলমানের সাথে যাদের সুসম্পর্ক ও পরিচয় আছে, তারা যেন তাদের স্ব স্ব গণ্ডি ও পরিসরে সাধ্যমত মুসলমাদেরকে এ কথা বোঝায় যে, এই অবস্থা কেবল তোমাদেরকে অমুসলিমদের পূর্ণ দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে না বরং তোমরা খোদা তা'লার কাছেও শাস্তি যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যে জগতের পিছনে তোমরা হন্যে হয়ে ছুটছ তাও তোমাদের হাতছাড়া হবে আর ধর্মকে তো পূর্বেই তোমরা বিসর্জন দিয়েছ। তাই এখনই হৃদয়ে খোদাভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি কর নতুবা সবই তোমাদের হাতছাড়া হবে।

জাগতিক বিভিন্ন পরামর্শ সভার একটি হল, ইউ.এন.ও. বা জাতিসংঘ। সম্প্রতি এর একটি অধিবেশন বসেছিল তাতে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা ছিল, সেই বক্তৃতা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রবন্ধকার ও বিশ্লেষকরাও কলম ধরেছেন। তারা লিখেছেন, এ বক্তৃতার ফলে শান্তির পরিবর্তে নৈরাজ্য এবং অশান্তি ছড়ানোর আশঙ্কাই বেশি রয়েছে, বরং তারা পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে, এ বক্তৃতা শুনে হয়তো সৌদি আরব এবং কয়েকটি মুসলমান রাষ্ট্র আনন্দিত হবে অন্যথায় বাস্তবে এটি খুবই নৈরাশ্যজনক আর যুদ্ধ ও নৈরাজ্যের প্ররোচনাদানকারী বক্তৃতা ছিল।

অতএব, মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর উচিত, খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। সকল প্রকার নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা থেকে দূরে থাকা উচিত। যাহোক, সাধারণত মুসলিমবিশ্বে যা কিছু ঘটছে তার প্রেক্ষাপটে আমি এসব কথা বললাম। কিন্তু আমাদের নিজেদের অবস্থাও খতিয়ে দেখতে হবে। সবসময় স্মরণ রাখা উচিত যে, জামা'তকে উন্নতি করতে দেখা শয়তানের জন্য অসহনীয়। শয়তান তার প্রকৃতি ও স্বভাব অনুসারে আমাদের মাঝেও অস্থিরতা এবং বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাবে। অতএব, যারা অনেক সময় সমবেত হয়ে বসে স্থানীয় 'হালকা' বা শহর বা দেশীয় জামা'তের ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করে, বস্তুতঃ অনেক সময়ই তারা শয়তান দ্বারা বিভ্রান্তির শিকার হয়। শয়তানের কাজ যেহেতু সহানুভূতিশীল সেজে হামলা করা তাই এমন বৈঠকে এমন লোকও যুক্ত হয় যারা বাস্তবে জামা'তের ব্যবস্থাপনার বিরোধী হয় না বরং জামা'তের প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়ার কারণে মনে করে যে, সেই নৈরাজ্যবাদী সঠিক কথাই বলছে। তাদেরকে নৈরাজ্যবাদী মনে করে না, বরং মনে করে যে, মতামত ব্যক্তকারী এবং সহানুভূতি প্রদর্শনকারী সঠিক কথা বলছে আর সত্যিকার অর্থেই সংশোধনের প্রয়োজন

রয়েছে। (হুযুর বলেন) সত্যিকার অর্থেই যদি সংশোধনের প্রয়োজন থাকে তাহলে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং যুগ-খলীফার কাছে কথা পৌঁছানো উচিত। এছাড়া যত্রতত্র দল বেঁধে এমনভাবে কথা বলা হয় যেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপন আলোচনা হচ্ছে, জামা'তের প্রতি গভীর বেদনা ও সহানুভূতি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। এই রীতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত রীতি এবং এটি পাপ, বিদ্রোহ, রসূলের অবাধ্যতা আর তাকওয়া থেকে দূরত্বেরই লক্ষণ। অতএব, এমন বৈঠক ও সভা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকেও সতর্ক করে বলেছেন যে, এসব বর্জন কর।

কোন পদাধিকারীর বা আমীরের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ থাকে তাহলে কেন্দ্রকে অভিযোগ করুন, যুগ-খলীফার কাছে কথা পৌঁছে দিন। এরপর জামা'তের সদস্যদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এখন এটি যুগ-খলীফার কাজ কোন বিষয়কে কীভাবে দেখবেন এবং কীভাবে সমাধান করবেন। তবে হ্যাঁ, সবার দোয়া করা উচিত। সব আহমদীর গভীর বেদনা নিয়ে দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে সকল পাপ থেকে দূরে রাখুন এবং জামা'ত যেন তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সক্রিয় কর্মী সবসময় পেতে থাকে।

অতএব, এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি সবার স্মরণ রাখা উচিত। জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা যতই উন্নতি দিতে থাকবেন এবং দিচ্ছেন শয়তানও নিজের কাজ করে যাবে। শয়তান প্রথম দিনই খোদা তা'লার সামনে একথা ব্যক্ত করেছিল আর খোদার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিল যে, সে মু'মিনদের বা মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজ করে যাবে। আহমদীয়াত বিরোধীরা যেখানে প্রকাশ্যে জামা'তের বিরোধিতার ষড়যন্ত্র করে থাকে এবং করবে সেখানে সহানুভূতির নামে সহজ সরল ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকদেরকে নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে এবং করে যাবে। তাই সব আহমদীকে এবিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত সকল প্রকার কলহ ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করুন আর সবসময় পুণ্য এবং তাকওয়াসম্মত বৈঠকে বসার তৌফিক দান করুন। পাপ, বিদ্রোহ, রসূল (সা.)-এর অবাধ্যতা এবং তাকওয়া থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার বৈঠকে যেন তারা না বসে।

বৈঠক বা সম্মেলনের বিভিন্ন ধরণ ও অবস্থা সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এরও কিছু উক্তি রয়েছে এবং তাঁর নিষ্ঠাবান নিবেদিত প্রাণদাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরও কিছু উক্তি ও বাণী রয়েছে। এখন আমি তাও উপস্থাপন করছি। এক মু'মিনের বৈঠক বা সভা কোন মানের হওয়া উচিত আর যদি সেই মানের বৈঠক না হয় যা এক মু'মিনের মহিমাসম্মত তাহলে সেখানে কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা উচিত এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন–

'আমাদের ধর্ম বা রীতি যা মু'মিনের ধর্ম হওয়া উচিত তা হল, কথা বলার সময় পুরো কথা বলা নতুবা নীরব থাকা। যখন দেখ কোন বৈঠকে আল্লাহ্ এবং রসূল (সা.)কে ঠাট্টা-বিদ্রুপের লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে তখন হয় সেই বৈঠক বর্জন কর যেন তোমরা তাদের মাঝে গণ্য না হও নয়তো পরিষ্কার ভাষায় তার উত্তর দাও। (রাস্তা কেবল দুটোই, কেউ যদি সত্যিকার মু'মিন হয়ে থাকে তার জন্য এছাড়া অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই। হয় পরিষ্কারভাবে উত্তর দিতে হবে আর না হয় উঠে চলে যেতে হবে।) তিনি (আ.) বলেন, তৃতীয় রীতি হল কপটতা, অর্থাৎ এমন বৈঠকে বসে থাকা আর তাদের কথায় সায় দেওয়া, চাপা স্বরে নিজের মতবিশ্বাস প্রকাশ করা।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩০)

বৈঠকে বসে থাকা, কপটতা প্রদর্শন করে বা ভয়ে তাদের কথায় সায় দেওয়া এবং চাপা স্বরে বলা যে, ভুল বলছ, কথা এমন নয় এমন হওয়া উচিত। কিন্তু সুস্পষ্ট করে কথা না বলা। এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেছেন, এটি কপটতা বা মুনাফেকাত। এটি মু'মিনের রীতি নয়।

কাজেই, এমন বৈঠকে যেখানে ধর্মকে হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে বা ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করা হয় অথবা এমন বক্রতাপূর্ণ কথা বলা হয় যা হৃদয়ে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে, সেখানে মু'মিনের প্রতিক্রিয়া হল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) বা তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যদি কোন কথা শোন তবে তা কঠোরভাবে খণ্ডন কর আর যারা এমন কথা বলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের ধারণা অনুসারে যদি এসব কথা সঠিক হয় তাহলে যুগ-খলীফা এবং ব্যবস্থাপনাকে অবহিত কর। কিন্তু এভাবে কথা বলা বৈধ নয়। মানুষ যদি এমন বৈঠকে বসে থাকে আর চাপা স্বরে কথার প্রতিবাদ জানায় আর স্পষ্টরূপে সেটিকে খণ্ডন না করে, তবে সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন যে, এটি কপটতার নামান্তর। এক মু'মিনকে এমন আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত। ধর্মীয় বিষয় এবং জামা'তী নেযাম ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কখনো আত্মাভিমান শূন্যতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। আত্মাভিমান দুইভাবে দেখানো যায়। হয় স্পষ্ট ভাষায় খণ্ডন কর অথবা এমন বৈঠক ত্যাগ কর।

আল্লাহ্ তা'লা এ রীতির কথাই উল্লেখ করেছেন আর মহানবী (সা.) এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একটি হাদীসে এসেছে একজন সাহাবী (রা.) মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে কোন নসীহত করুন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন কর। কোন জাতির কোন বৈঠকে গিয়ে যদি তোমার নিজের প্রকৃতিসম্মত কথা বলতে শুন তাহলে সেখানে অবস্থান কর। (অর্থাৎ, তারা যদি পুণ্যের কথা বলে এবং অনুচিত ও নৈরাজ্যের কথা না বলে তাহলে সেখানে অবস্থান কর) আর যদি তারা এমন কথায় রত থাকে যা তোমার কাছে অপছন্দনীয় তাহলে এমন বৈঠক ত্যাগ কর।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৮)

তিনি একথা স্পষ্ট করেছেন যে, এক মু'মিনের নিকট কেমন বৈঠক অপছন্দনীয় হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের কথা হচ্ছে কিনা তা দেখা উচিত নয় বরং এমন কথা অপছন্দনীয় হওয়া উচিত যা জামা'ত এবং ব্যবস্থাপনা বিরোধী। তিনি (সা.) বলেছেন, এমন বৈঠক পরিত্যাগ করা উচিত। যেভাবে আমি বলেছি বৈঠক কেমন হওয়া উচিত– এ সম্পর্কে একটি হাদীসে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন- এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করেন যে, কাদের বৈঠকে আমাদের বসা উচিত। তিনি (সা.) বলেন, তাদের বৈঠকে বস যাদেরকে দেখে তোমার খোদার কথা মনে পড়ে আর যাদের আলাপ আলোচনায় তোমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং যাদের আমল তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(কুনযুল আমাল ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৭)

অতএব, এটি হল– সেই পথ প্রদর্শক নীতি যা মু'মিনের কোন বৈঠক বেছে নেওয়ার সময় অবলম্বন করা উচিত। সেই সমস্ত বৈঠক পছন্দ কর যেখানে আল্লাহ্ তা'লার যিক্‌র হচ্ছে, তাঁর ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা হচ্ছে এবং যেখানে ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে আর আজকাল সকল আহমদীর জন্য ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করার আবশ্যক। তবলীগ, প্রচার এবং তরবিয়তের জন্য বিভিন্ন আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এমন কথাগুলোই পরকালের কথা স্মরণ করায় এবং মানুষের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ রাখে যে, কেবল জাগতিক সমৃদ্ধি ও আড়ম্বরই সব কিছু নয়, ইহজাগতিক ধন-সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্যই সব কিছু নয় বরং খোদার সন্তুষ্টিই একজন মু'মিনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় এসে গেছে যে, বস্তুবাদী লোকদের বৈঠক বা মজলিস যদি হয়ে থাকে তবে এসব মজলিস এক মু'মিনের পছন্দ হওয়া উচিত নয়। এমন মজলিস বা বৈঠক তাৎক্ষণিকভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। যদি এদিকে আমাদের মনোযোগ থাকে তাহলে আমাদের বড় এবং যুবক শ্রেণি অনেক পাপ ও নৈরাজ্য থেকে মুক্ত থাকবে।

যুবকদের ভিন্ন প্রকৃতির এক ধরণের বৈঠক বা মিটিং হয়ে থাকে। যুবকরা বিশেষভাবে তাতে যোগ দেয়, যা বিনোদন এবং হৈ-হুল্লোড়ের নামে হয়ে থাকে, পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্রভাবে আমাদের কিছু যুবকদের মাঝে এমন অভ্যাস গড়ে উঠেছে যে, বাইরের বিভিন্ন সভায় বা বৈঠকে যোগ দেওয়া উচিত। এক মু'মিন যুবককের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজেদেরকে এমন মজলিস বা বৈঠক থেকে দূরে রাখতে হবে, কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন যাপন করা উচিত। জামা'তেও অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যে,অসৎ-সঙ্গ এবং নোংরা বৈঠকের প্রভাবাধীন হয়ে আমাদের কিছু যুবক যৌবনে পদার্পন করতেই এমন কিছু কাজ করে বসে যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। (যেমন-) প্রতিবেশীর ক্ষতি করা বা রাস্তায় চলতে গিয়ে পথিকের ক্ষতি করা, কোথাও গেলে এমনিতেই দুষ্টামি করে কারো ক্ষতি করে বসা ইত্যাদি। আর মানুষ যদি এটি জানতে পারে যে, এই ব্যক্তি আহমদীয়া জামা'তের সদস্য, তাহলে এমন মানুষ জামা'তের সুনাম হানির কারণ হয়।

অতএব, পিতামাতার উচিত সন্তানদের উঠাবসা এবং সঙ্গীদের ওপর দৃষ্টি রাখা যেন আমাদের যৌবনে পদার্পন করা যুবকের অসৎ- সঙ্গ এবং নোংরা বৈঠক থেকে নিরাপদ থাকে আর নিজেদের ঘরেও এমন পবিত্র আলাপ আলোচনা করা উচিত যা তরবীয়তি দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বত্তোম হবে।

পুনরায় রসূল করীম (সা.) বলেছেন, যখন কোন জাতি মসজিদে খোদার কিতাবের তেলাওয়াত এবং পারস্পারিক পঠন-পাঠন বা দরসের জন্য বসে আল্লাহ্ তাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করেন। খোদার করুনা বারী তাদেরকে আবৃত করে আর ফেরেশতা তাদেরকে নিজের ছায়ায় স্থান দেয়।

(সহী মুসলিম কিতাবুয যিকর ওয়াদ দুয়া)

খোদার অপার কৃপা যে, জামা'তে এমন সুযোগ ও উপলক্ষ্য প্রায় আসে। পৃথিবীর সর্বত্রই জামা'ত জলসা এবং ইজতেমার আয়োজন করে আর তাতে এমন সব অনুষ্ঠান থাকে যা শিক্ষামূলক, জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ, খোদার স্মরণ বা যিকরে ইলাহীর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আজকে এখানে লাজনা ইমাইল্লাহর ইজতেমা আরম্ভ হচ্ছে। লাজনা বা মহিলা সংগঠনের স্মরণ রাখা উচিত, তাদের অনুষ্ঠানমালার বেশির ভাগ অংশ যেন ধর্মীয় এবং জ্ঞানমূলক বৈঠক হয় আর যোগদানকারী মহিলাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, তারা কোন মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আসেন নি। তাদের ইজতেমায় আসার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা উচিত। ধর্মীয় এবং জ্ঞানমূলক ধারাবাহিক বৈঠকের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। রীতিমত অনুষ্ঠান না থাকলেও নিজেদের বৈঠকে বা মিটিংয়ে বসে বৃথা আলাপচারিতার পরিবর্তে গঠনমূলক কথাবার্তা বলুন আর বাজে কথাবার্তা এড়িয়ে চলুন, সময় নষ্ট করা থেকে দূরে থাকুন।

মহানবী (সা.) একবার বলেছেন, যারা কোন মজলিসে বা বৈঠকে বসে আর যিকরে ইলাহী করে না, তারা নিজেদের এমন সভাকে কিয়ামত দিবসে আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেখবে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭২৪)

তাই ইজতেমায় যোগদানকারীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ইজতেমায় আগমনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অর্জন করুন। নিজেদের সময় হাসিঠাট্টা এবং বৃথা আলাপচারিতায় নষ্ট না করে বেশির ভাগ সময় যিকরে ইলাহী এবং নেকীর কথা শোনার এবং বলার মাঝে অতিবাহিত করুন, যেন আমাদের বৈঠক কিয়ামত দিবসে এমন না হয় যার প্রতি আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেখা হবে।

তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর ওপর পরিচালিত হওয়া লোকদের সাহচর্যে সময় অতিবাহিত করা সম্পর্কে মহানবী (সা.) আমাদেরকে কী নসীহত করেছেন? এক হাদীসে আছে, তিনি (সা.) বলেছেন, তোমরা মু'মিন ছাড়া অন্য কারো সাথে বসবে না, মুত্তাকি ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমাদের খাবার না খায়।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদব)

এ পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ থাকে, উঠা বসা থাকে, তাদের সাথে মেলামেশা করে, অমুসলিমদের সাথেও উঠাবসা করতে হয়। এটি তো হতে পারে না যে, যে ব্যক্তি মু'মিন নয় তার সাথে মানুষ উঠাবসাই করবে না। মহানবী (সা.)-এর কথার অর্থ হল, তোমার আন্তরিক বন্ধুত্ব,অধিক সময় উঠাবসা, বেশিরভাগ সময় কাটানো এবং তোমাদের বৈঠক এমন মানুষের সাথে হওয়া উচিত যারা ঈমানে দৃঢ় এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরাও পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পার।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"আত্মসংশোধনের একটি উপায় আল্লাহ্ তা'লা যা উল্লেখ করেছেন তা হল- كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (আত-তওবা: ১১৯) । এর অর্থ যারা কথা, কর্ম এবং ব্যবহারিক অবস্থার নিরিখে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের সাথে থাক। (অর্থাৎ, তাদের কথাও হবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের কর্মও হবে সত্যভিত্তিক আর তাদের প্রতিটি অবস্থা থেকেও সত্যই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ তারা যেন নেক এবং পুণ্যবান হয়।) তিনি (আ.) বলেন, এর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- 'ইয়া আয়্যুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহ' অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! খোদার তাকওয়া অবলম্বন কর। এর অর্থ হল– প্রথমে ঈমান থাকতে হবে এরপর সুন্নত বা রীতি অনুসারে পাপের স্থান পরিত্যাগ করা, নেক লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করা। সাহচার্য বা সঙ্গীর প্রভাব সুগভীর হয়ে থাকে, যা অভ্যন্তরীণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি (আ.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি প্রতিদিন বারবনিতার কাছে যায় আর বলে যে, আমি কী ব্যভিচার করতে যাই? (আমি ব্যভিচার করতে যাই না।) এমন ব্যক্তিকে বলা উচিত, হ্যাঁ! একদিন তুমি ব্যভিচার করবে আর সে একদিন এতে লিপ্ত হবেই। (কেননা, অসৎ সঙ্গের প্রভাব পড়ে।) সাহচর্যের প্রভাব রয়েছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মদের আসরে যায় সে যতই সাবধানতা অবলম্বন করুক না আর সে বলে যে, আমি মদ পান করি না কিন্তু এমন একদিনআসবে যেদিন সে অবশ্যই পান করবে।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৭)

তাই সবসময় কুসঙ্গ বর্জন করা উচিত। যেভাবে আমি বলেছি, জাগতিক কার্যকলাপে মানুষের সাথে উঠাবসা তো হয়েই থাকে। যারা অমুসলিম তাদের সাথে সম্পর্ক থাকে কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটা সীমা রেখা থাকা চাই, তাদের বৃথা বৈঠকেও মানুষ যাওয়া আরম্ভ করবে এমনটি হওয়া উচিত নয়। অনেক রোগ ব্যধি এমন সব মজলিসে বা বৈঠকে শামিল হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। বরং এখানকার মানুষই একথা স্বীকার করে। আমাদের কোন কোন ইংরেজ মহিলা একথা বলেছেন যে, আমাদের স্বামী সভ্য ও ভদ্র মানুষ ছিলেন কিন্তু কতক বন্ধুর সঙ্গদোষে তাদের মাঝে অনেক বদ অভ্যাস তৈরী হয়ে গেছে এবং বৃথা ও নোংরা বৈঠকে যাওয়া আরম্ভ করেছে। অমুসলিমদের মাঝেও এই সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে তাই আমাদের এ বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন থাকা উচিত। এটিকে প্রতিহত করার জন্য মহানবী (সা.) বলেছেন, নাস্তিকদের সাথে বেশি উঠাবসা করা এবং পানাহার করা তোমাদেরকে ধর্ম ও তাকওয়া থেকে দূরে ঠেলে দিবে। হ্যাঁ! তবলীগের জন্য এবং পুণ্যের প্রচারের জন্য অবশ্যই সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত। এছাড়া তবলীগ বা প্রচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এর জন্য তাদেরকে আমাদের অধিবেশনে আনতে হবে। কেননা, পুণ্যের এই অধিবেশন অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের জলসা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানকারী অনেক অ-আহমদী এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যে, এখানে এসে আমাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

সাহচর্যের যে প্রভাব পড়ে এ কথা স্পষ্ট করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মানুষ যখন সাধু এবং সত্যবাদী ব্যক্তির সাহচর্যে বসে তখন সত্য তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু যারা সাধু লোকদের সাহচর্য পরিত্যাগ করে পাপী এবং দুষ্কৃতিদের সাহচর্যে বসে তাদের মাঝে পাপের প্রভাব পড়ে। এ কারণেই হাদীসে এবং পবিত্র কুরআনে কুসঙ্গ পরিত্যাগের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে এবং সীমা রেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর লেখা আছে, যেখানে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর অসম্মান ও অবমাননা হয় এমন বৈঠক থেকে তাৎক্ষণিকভাবে উঠে পড়, নতুবা অসম্মানজনক কথা শুনার পরও যদি কেউ সেখান থেকে না উঠে তাহলে সেও তাদের মাঝেই গণ্য হবে।"

তিনি আরো বলেন, "সত্যবাদী এবং সাধুদের সাহচর্যে বসবাসকারীরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। তাই كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ-এর পবিত্র নির্দেশের ওপর আমল করা মানুষের জন্য কতইনা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, হাদীসে এসেছে আল্লাহ্ তা'লা ফেরেশতাদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তারা পবিত্র লোকদের বৈঠকে বা মজলিসে আসে আর তাদের ফিরে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তোমরা কী দেখেছো? তারা বলে, আমরা এক বৈঠক বা মজলিস দেখেছি যাতে তারা তোমাকে স্মরণ করছিল কিন্তু এক ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না (তোমাকে স্মরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না কিন্তু সেখানে বসে ছিল) তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন– না, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।কেননা,'ইন্নাহুম কাউমুন লা ইয়াশকাজেলিসুহুম'। (অর্থাৎ তারাও সেই বৈঠকের অন্তর্ভুক্ত) তিনি বলেন, এটি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য কতইনা লাভজনক। ভীষণ দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে এমন সৎ সাহচর্য থেকে বঞ্চিত।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৯)

অতএব, মু'মিনদের সাহচর্য এবং মু'মিনদের বৈঠকে যারা বসে তারা খোদার কৃপাভাজন হয়। এগুলো সেই বৈঠক যা যিকরে ইলাহীতে পরিপূর্ণ বৈঠক হয়ে থাকে।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "অনেকেই মৌখিকভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে মানার অঙ্গিকার করে কিন্তু যদি খতিয়ে দেখ তাহলে দেখা যাবে যে, তাদের মাঝে নাস্তিকতা বিদ্যমান। কেননা, জাগতিক কার্যকলাপে যখন ব্যস্ত থাকে তখন খোদার প্রতাপ এবং মাহাত্ম্যকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়। তাই দোয়ার মাধ্যমে খোদার কাছে তত্ত্বজ্ঞান যাচনা করা তোমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। এটি ছাড়া পূর্ণ বিশ্বাস কখনোই লাভ হতে পারে না। এটি তখনই লাভ হওয়া সম্ভব যখন এই জ্ঞান অর্জন হয় যে, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মধ্যে এক মৃত্যু নিহিত আছে। তিনি (আ.) বলেন, পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়ার পাশাপাশি চেষ্টাপ্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করবে না। এমন সকল সভা বা মজলিস যাতে শামিল হলে পাপের প্ররোচনা সৃষ্টি হয় তা পরিত্যাগ কর, একই সাথে দোয়া কর। আর ভালোভাবে স্মরণ রেখ! অদৃষ্টের লিখন হিসেবে যে সকল বিপদাপদ মানুষের ওপর আপতিত হয় যতক্ষণ খোদার সাহায্য সংযক্ত না হবে তা থেকে কোনভাবে মুক্তি লাভ হয় না। পাঁচবেলার নামায যা পড়া হয় তাতেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রবৃত্তির কামনা বাসনা ও যথেচ্ছ চিন্তাভাবনা থেকে যদি এটিকে মুক্ত না রাখা হয় তবে সত্যিকার নামায আদৌ হবে না। নামায শুধু সেজদা করা বা প্রথাগতভাবে নামায পড়াকে নামায বলা হয় না। নামায সেই জিনিস যার ফলে অন্তর অনুভব করে যে, হৃদয় বিগলিত হয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থায় খোদা তা'লার আস্তানায় লুটিয়ে পড়ছে। তিনি (আ.) বলেন, বিগলন সৃষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত এবং ব্যাকুল চিত্তে দোয়া করা উচিত যেন মানুষের ভিতর যে অহংকার ও

পাপ রয়েছে তা দূরীভূত হয়, এমন নামাযই আশিসময় হয়ে থাকে। সে যদি এর ওপর অবিচল থাকে তাহলে দেখবে রাতে হোক বা দিনে তার হৃদয়ে এক জ্যোতিঃ নাযিল হচ্ছে এবং অবাধ্য আত্মার অহংকার হ্রাস পেয়ে গেছে। যেভাবে সাপের ভিতর এক প্রাণঘাতী বিষ রয়েছে, অনুরূপভাবে অবাধ্য আত্মার মাঝেও প্রাণঘাতী বিষ রয়েছে আর যিনি একে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছেই এর চিকিৎসা রয়েছে। ”

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৩)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা’লার কাছেই পাপ দূরীভূত করার চিকিৎসা রয়েছে, তাই তাঁর সামনে বিনত হও, তাঁর কাছে সাহায্য চাও, যেন বস্তুজগত এবং এর কুপ্রভাব এবং নোংরা বৈঠক ও এর কুপ্রভাব থেকে তিনি তোমাদের সবসময় রক্ষা করেন।

একটি হাদীসে আছে মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল, সভার সমাপ্তিতে তিনি দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র, তোমার প্রশংসার কসম, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, আমি তোমার কাছে মাগফিরাত কামনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, কিছু শব্দ এমন আছে, বৈঠক থেকে প্রস্থানের সময় যে ব্যক্তিই সেগুলোকে তিনবার পড়বে আল্লাহ্ তা’লা এর কল্যাণের তার সেই সমস্ত পাপ যা সে সেখানে করে থাকবে ঢেকে রাখবেন আর কোন কল্যাণমূলক অধিবেশনে বা আল্লাহ্র স্মরণের বৈঠকে যে ব্যক্তি এ শব্দগুলো পাঠ করবে এর মাধ্যমে তার ওপর মোহর করে দেওয়া হবে। আর শব্দগুলো হচ্ছে- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ’অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি তোমার প্রশংসাসহ পবিত্র, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

অতএব, আমার দ্বারা যে সব অপছন্দনীয় কাজ সম্পাদিত হয়ে যায় সেগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব থেকেও তুমি আমাকে নিরাপদ রাখ। অপছন্দনীয় যে সমস্ত বিষয় আছে সেগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষকে এই দোয়া মুক্ত রাখে। আর এটি মানুষকে নেক বৈঠকের কল্যাণরাজী থেকে বেশি বেশি কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার কারণ বানায়।

যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যত দিন খোদার সাহায্য ও সহায়তা সঙ্গী না হবে ততদিন মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। তাই সবসময় খোদার সাহায্য যাচনা করতে থাকা উচিত।আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন সবসময় অপছন্দনীয় বৈঠক বা মজলিস এড়িয়ে চলি। কোন সময় অজান্তে যোগ দিলেও এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে যেন মুক্ত থাকি আর সবসময় যেন পবিত্র মজলিস ও বৈঠকের সন্ধানে থাকি, তাতে বসি এবং সেই পবিত্র বৈঠক বা অধিবেশনের পবিত্রতা ও খোদার কল্যাণরাজী থেকে যেন আমরা কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে সব সময় শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন, আমাদের প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন, আমাদেরকে সব সময় জামা’তের ব্যবস্থাপনা ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন এবং সকল নৈরাজ্যবাদীর নৈরাজ্য থেকে আমাদেরকে তিনি নিরাপদ রাখুন।

নামাযের পর এক ভাইয়ের গায়েবানা জানাযা পড়াব, যিনি হলেন আমাদের আফ্রিকান আহমদী শ্রদ্ধেয় বেলাল আব্দুস সালাম সাহেব। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় বসবাস করতেন, ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। এ বছর যুক্তরাজ্যের জলসা সালানতেও যোগদান করেছিলেন। আফ্রিকান এসোসিয়াশোনের প্রোগ্রাম চলাকালে প্রথম দিন সন্ধ্যায় তাঁর পক্ষাঘাত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিছুদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন, এরপর বাহ্যতঃ সুস্থতাও লাভ করেছিলেন আর আমার সাথে সাক্ষাৎও করতে আসেন এবং দু’বার সাক্ষাৎ হয়। তখন বাহ্যত তাকে সুস্থ্য মনে হচ্ছিল। এরপর আমেরিকা ফিরে যান।

১৯৩৪ সনে ফ্লোরিডায় তাঁর জন্ম হয়, ৬ বছর বয়সে তাঁর পিতামাতা ইন্তেকাল করেন, ৮ বছর বয়সে বোর্ডিং চলে যান, যেখানে বাইবেলের শিক্ষা নেন। এরপর বিভিন্ন চাকরি করেন, কিছুদিন সেনাবাহিনীতেও চাকরি করেন। ১৯৫৭ সনে মিনিষ্টার অব গোসপেল নিযুক্ত হোন, তা সত্ত্বেও খ্রিষ্ট ধর্মের কতক বিশ্বাসের সাথে তাঁর দ্বিমত ছিল। ১৯৬০ সনে এক সুন্নি মুসলমানের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, যে ব্যক্তি তাঁকে জামা’তের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কুরআনে করীম দেয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা, যারা এই কুরআন প্রকাশ করেছে? সে ব্যক্তি বলে, এরা মুসলমান নয় কিন্তু এদের বইপুস্তক ভালো। তিনি সেই ব্যক্তির কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে এক আহমদীর সন্ধান পান এবং সেই আহমদীর দোকানে যান আর সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখেন। জিজ্ঞেস করার পর তাঁকে বলা হয়, ইনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং মসীহ্ মওউদ এবং ইমাম মাহদী। যাইহোক এরপর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এরপর ফিলাডেলফিয়ায় আহমদীদের সাথে যুক্ত হয়ে তবলীগের কাজ অব্যাহত রাখেন।

বেলাল আব্দুস সালাম সাহেব কুরআন শেখার প্রতি গভীর আগ্রহ রাখতেন। ৪ ঘন্টার দূরত্ব অতিক্রম করে প্রত্যেক দ্বিতীয় রবিবার ক্রিসবার্গ আসতেন কুরআন শেখার জন্য। একইভাবে তিনি ফিলাডেলফিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং ন্যাশনাল আমেলার ওয়াকফে জাদীদ, তরবিয়ত নওমোবাঈনের সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছেন। জীবন উৎসর্গ করে কিছু দিন তিনি বাল্টিমোর জামা’তের সাম্মানিক মুবাল্লেগ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপরও তবলীগের ধারা অব্যাহত রাখেন। খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। জামা’তের ব্যবস্থাপনার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল এবং অত্যন্ত উন্নতমানের আনুগত্যকারী ছিলেন। খলীফাদের কথা এলেই সর্বদা তাঁর চোখে অশ্রুধারা নেমে আসত। ১৯৭৫ সনে কাদিয়ানের জলসা সালানায় যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। ফিলাডেলফিয়ার মসজিদের নির্মাণ কাজ চলছে। এ মসজিদের নির্মাণের জন্য তাঁর প্রবল বাসনা ছিল এবং চেষ্টাও করেছেন আর নির্মাণ কাজ চলাকালে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবিনে সময় কাটাতেন এবং দোয়ায় রত থাকতেন। সব সময় চাইতেন, মসজিদটি যেন স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নির্মিত হয়। ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হবে। তাঁর স্ত্রী মিসেস ইসনেস্ট্রিন একজন মহিলা পস্টার। তিনি আহমদী ছিলেন না কিন্তু সব সময় তার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে রেখে গেছেন। এক ছেলে ওমর আব্দুস সালাম সাহেব ১৯৯৩ সনে বয়আত করে জামা’তভুক্ত হন। তিনি আহমদী, বাকীরা আহমদী নয়।

আব্দুল্লাহ দিবা সাহেব যিনি আমেরিকাতে আজকাল মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করছেন, তিনি বলেন, তিনি আমেরিকা জামা’তের খুবই কর্মঠ এক সদস্য ছিলেন, খুবই উন্নত স্বভাব চরিত্রের, সর্বজনপ্রিয়, মানুষের প্রতি স্নেহপরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি মানুষের উপকার করতেন, জামা’তী কাজে অগ্রগামী থাকতেন, যুবকদের সাথে তার এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাদের তরবীয়ত এবং সামাজিক রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষার কাজে তিনি সব সময় সেবারত থাকতেন। অনেক যুবকের জীবন তিনি সফলভাবে পরিবর্তন করেছেন। তাদেরকে সঠিক পথে চলার নসীহত করতেন। তিনি বলেন, যুবকদের এক বিরাট শ্রেণি জামা’ত এবং সমাজের সক্রিয় অংশে পরিণত হয়েছে তার তরবিয়তের কল্যাণে। তিনি যখন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন তখন তিনি বলে রেখেছিলেন যে, তার মাথার পাশে যেন সব সময় কুরআনের একটা কপি থাকে। এখানে অসুস্থতার পর যখন আরোগ্য লাভ করেন তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন, এজন্য আমি আমার কিছু অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চাই। যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, খিলাফতের প্রতি তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। যখনই সাক্ষাৎ করতেন সব সময় চেহারায় এক অবিদিত মৃদু হাসি ও নিষ্ঠার ছাপ থাকত এবং তার চোখে বিশ্বস্ততা ফুটে উঠত। আল্লাহ্ তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার মাগফিরাত করুন, তার অন্যান্য সন্তানদের আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন।

****

এরপর সাতের পাতায়.....

এবং খোদা ও রসূলের এক দুশমনকে সাহায্য করি। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবতই হৃদয়ে প্রশ্ন জাগে, যখন এই জাতির সকল মৌলবী এবং তাহাদের অনুসারীরা আমার প্রাণের দুশন হইয়া গিয়াছিল তখন কে আমাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন? অথচ আট নয় জন সাক্ষী আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য সাক্ষ্য দিয়াছিল। ইহার উত্তর এই যে, তিনিই বাঁচাইয়াছিলেন যিনি ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্বে এই ওয়াদা দিয়াছিলেন যে, তোমার জাতি তো তোমাকে রক্ষা করিবে না এবং তাহারা চেষ্টা করিবে যাহাতে তুমি ধ্বংস হইয়া যাও। কিন্তু আমি তোমাকে রক্ষা করিব। যেমন তিনি পূর্বেই বলিয়াছিলেন, আজ হইতে ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় ইহা লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহা হইল فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا অর্থাৎ খোদা ঐ অভিযোগ হইতে তাহাকে মুক্ত করিলেন, যাহা তাহার উপর লাগানো হইয়াছিল এবং সে খোদার নিকট মর্যাদাবান।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৪০-২৪৩)

পৃষ্ঠা ১২ এবং ২-এর পর.....

(আই.) বলেন: বর্তমানকালে মুষ্টিমেয় মুসলমানদের কর্মকাণ্ড ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যার কারণে অ-মুসলিম বিশ্ব ইসলামের উপর আপত্তি করার সুযোগ পায় এবং ধর্মের বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলি আরও বেশি প্রবল আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। কোথাও ইসলামকে উগ্রতাপ্রিয় ও অত্যাচারী ধর্ম বলে সমালোচনা করা হয় আবার কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দোহাই দিয়ে ইসলামের দুর্নাম দেওয়া হয় কিম্বা মহিলাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে ইসলামী শিক্ষার উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন কৌশলে মুসলমান মহিলাদেরকে কুমন্ত্রণা দেওয়া হয় যে, দেখ! ঘরের মধ্যে বন্দী করে রেখে বা পর্দার আদেশ দিয়ে তোমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ফলে যারা ধর্ম সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখে না, তারা মনে করে বসে যে, সত্যিই তো! আমাদেরকে অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে, এবং এখানেই শেষ নয়, এর প্রতিক্রিয়ায় অনেক মহিলা উগ্রবাদের পথ অবলম্বন করেছে, যারফলে কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে মহিলারা নেতৃত্ব দিচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আহমদী মহিলাদের উপর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে জটিল বিষয়গুলিকে তিনি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলাম হল মধ্যপন্থার ধর্ম এবং তা দ্বীনে ফিতরাত বা প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের প্রত্যেকটি আদেশই প্রজ্ঞাপূর্ণ। ইসলাম যেখানে পুরুষদের অধিকারের কথা বলে সেখানে মহিলাদের অধিকারকেও সমর্থন করে। ইসলাম একদিকে যেমন পুরুষদেরকে তাদের পুণ্যকর্মের জন্য পুরস্কার ও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেয় তেমনি পুণ্যবতী মহিলাদের জন্যও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব যারা বলে যে, ইসলাম পুরুষদেরকে মহিলাদের উপর অগ্রাধিকার দেয় তারা ভুল বলে। ইসলাম বলে, সংসারের ব্যয় নির্বাহ করা, স্ত্রী-সন্তানের লালন-পালনের প্রতি যত্নবান থাকা এবং তাদের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করা পুরুষের দায়িত্ব এবং এটিই তাদের পুরুষসুলভ বা বলিষ্ঠ হওয়ার পরিচায়কও বটে। পুরুষদের বলিষ্ঠ হওয়ার অর্থ এমন নয় যে তারা মহিলাদেরকে দাপট দেখাবে বা তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবে। স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ও ইচ্ছায় কোন কাজ করে যেমন-কেউ চিকিৎসক, শিক্ষিকা বা অন্য কোন পেশা অবলম্বন করে তবে সেই উপার্জনে স্বামীর কোন অধিকার নেই। সংসার চালানো অবশ্যই পুরুষদের দায়িত্ব। স্ত্রী কোন কাজ করুক বা না করুক, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির চাহিদাবলী পুরণ করাও পুরুষের দায়িত্ব। পুরুষ তার স্ত্রীকে কখনো একথা বলতে পারে না যে, যেহেতু তুমিও কাজ করছ, কিছু উপার্জন করছ, অতএব তুমিও সংসারে খরচের অর্ধেক দাও। স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় সংসার খরচের কিয়দংশ বহন করে থাকে তবে সেটি পুরুষের উপর তার অনুগ্রহ। অন্যথায় সংসার খরচ চালানোর জন্য সে কোনভাবেই বাধ্য নয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খাদ্য, পোশাক, আবাসস্থল এবং অন্যান্য চাহিদাবলীর জোগান দেওয়া পুরুষ বা স্বামীর কাজ। তবে একথা ঠিক যে, ইসলাম নারী বা স্ত্রীদেরকে বলে যে, পুরুষ যেখানে স্ত্রী ও সন্তানের যাবতীয় চাহিদাবলীর প্রতি যত্নবান থাকে, সেক্ষেত্রে স্ত্রীদেরও প্রাথমিকতা থাকা উচিত পরিবারের দেখাশোনা এবং সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। পুরুষ হোক বা মহিলা যখন তারা কোন পেশাদারি শিক্ষা অর্জন করে, যেমন- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ইত্যাদি, সেক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা এবং আগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় সেই পেশায় কাজ করা এবং আরও বেশি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা। আমরা একথা বলতে পারি না যে, শিক্ষার্জনের পর সেই পেশায় নিজের দক্ষতা দেখানোর ইচ্ছা মহিলাদের থাকে না কেবল পুরুষদেরই থাকে। কিন্তু এই ইচ্ছা সত্বেও আমি অনেক আহমদী মহিলাদেরকে জানি যারা ডাক্তার এবং বিশেষজ্ঞ। কিন্তু বিয়ের পর তারা সেই কাজ ছেড়ে দিয়েছে এই কারণে যে, তাদের কাছে সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনের গুরুত্ব এমন পেশাদার কাজের প্রতি আগ্রহের থেকে বেশি মনে হয়েছে। সন্তানরা বড় হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তারা নিজেদের পেশাদারি কাজে ফিরে গিয়েছে। এমন মায়েদের সন্তানরাও সাধারণত ধর্মীয় হোক বা জাগতকি উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই উৎকৃষ্ট মানের হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব এই সমস্ত মায়েরা ইসলামের এই আদেশকে যথাযথভাবে অনুধাবন করেছে যে, তোমাদের আসল কাজ হল নিজের এবং জাতির নব-প্রজন্মের লালন-পালন এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে জাতির জন্য সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। তাদেরকে সমাজের সর্বোত্তম অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মহিলাদের প্রকৃতিতে আল্লাহ্ তা'লা এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে কারণে তারা ধৈর্য্য ও সহনশীলতা সহকারে সন্তানের লাল-পালন করতে পারে। বিগত বছরের জলসা সালানায় আমি এই বিষয়টি বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ তা'লা মনুষ্য প্রকৃতিতে এই বৈশিষ্ট্যও রেখেছেন যে, সন্তানরা সাধারণত পিতার তুলনায় মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কয়েক বছর পূর্বে একটি গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে যে, ১৩ বছর পর্যন্ত সন্তানেরা পিতার তুলনায় মায়ের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং মায়ের কথায় বেশি গুরুত্ব দেয় এবং বেশি সঠিক মনে করে, পিতার কথাকে তুলনামূলক কম গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন বিশেষ করে ছেলেরা পিতাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়,কারণ ছেলেদের বাইরে যাওয়া এবং খেলধূলার প্রতি আকর্ষণ বেশি থাকে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর সঙ্গে মনমালিন্যের কারণে অনেক পিতা হঠকারিতাবশতঃ সন্তানের অনুচিত আশা-আকাঙ্খা পুরণ করা আরম্ভ করে দেয়। যেরূপ আমি উল্লেখ করেছি, এটি তখনই হয় যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হয়। পিতা বুঝেই উঠতে পারে না যে, সন্তানকে এমন অনুচিত প্রশ্রয় দান করে সে তার নিজেরই ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংস করছে। আমারও এমন অভিজ্ঞাতা হয়েছে এবং এমন অনেক ঘটনা আমার সামনে এসেছে যেখানে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ বা দূরত্ব তৈরী হওয়ার কারণে পিতা সন্তানদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বাচ্চাদেরকে সময় অপচয়কারী গেম কিনে দেয়। আর মায়েরা ছেলেদের বকাঝকা করে বা বোঝানোর চেষ্টা করলে তারা পিতার কাছে এসে অভিযোগ করে। যার ফলে সম্পর্ক টিকে থাকলেও সংসারে ঝগড়া ও অশান্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর যদি সম্পর্ক টিকে না থাকে, বিচ্ছেদ হয়ে যায় তবে সন্তানরা জীবন নিয়ে দোটানায় ভোগে। তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং বুঝে উঠতে পারে না কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল। যাই হোক আমার এই অভিজ্ঞতাও হয়েছে যে, ছেলে ও মেয়ে উভয়ে বয়সের এক সন্ধিক্ষণে যখন কিছুটা বিবেকসম্পন্ন হয়ে ওঠে তখন তারা মায়ের পক্ষ অবলম্বন করে এবং পিতার নির্যাতনের অভিযোগ করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব ইসলাম মুনষ্য প্রকৃতির এই দিকটিকে সামনে রেখে পুরুষ ও মহিলাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছে যে, যদি নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের সঠিক তরবীয়ত করতে চাও এবং তাদেরকে সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ রূপে গড়ে তুলতে চাও, তবে পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যেন নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করে। উভয়ে যদি পরস্পরের অধিকারসমূহ প্রদান করার চেষ্টা করে এবং সন্তানের অধিকার প্রদানেরও চেষ্টা করে তবে তারা জাতির জন্য এক সম্পদ হয়ে উঠবে। মহিলারা যদি পরিবারের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে অর্থ উপার্জনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে চাকরী করে তবে সন্তানরা স্কুল থেকে ফিরে এসে উপেক্ষিত হবে, তারা বুঝতে পারবে না যে কোথায় শান্তি ও আরাম পাওয়া যাবে। মায়েরা যদি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফেরে তবে স্বভাবতই তাড়াতাড়ি খাবার তৈরী করার চেষ্টায় থাকবে বা সংসারের অন্যান্য কাজের চিন্তা থাকবে আর ছেলেমেয়েদেরকে ঠিকমত সময় দিতে পারবে না। এই জিনিসটি অনেক ছেলেমেয়েদের মধ্যে অস্থিরতা এবং অবসাদের কারণ হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে এই ধরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিতা মহিলারা মনে করে বসে যে, বিয়ের পর অবশ্যই কাজ করতে হবে। অবশ্যই কাজ করুন কিন্তু, যেরূপ আমি বলেছি, সন্তানের তরবীয়ত করা প্রাথমিক কর্তব্য। ছেলেমেয়েরা প্রকাশ করুক আর নাই করুক এই জিনিসগুলি তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এই অস্থিরতার মনস্তাত্বিক প্রভাব প্রকাশ হতে থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে মহিলাদেরকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এই বলে যে- তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা হল তারাই, যারা পুণ্যবতী, সমর্পিতা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর আমানত রক্ষাকারীনী, যারা পুণ্যকর্মে আগুয়ান এবং জাগতিকতা তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য নয়, বরং তাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন করার মাধ্যমে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা এবং সন্তান-সন্ততির সঠিক প্রতিপালন করে তাদেরকে পুণ্যবান করে তোলা। এছাড়াও স্বামীর অনুপস্থিতিতে সেই সমস্ত জিনিসকে রক্ষা করা আল্লাহ্ তা'লা যে সমস্ত জিনিস রক্ষার করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (ক্রমশঃ.....)

২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

২৪ শে আগস্ট, ২০১৭

৫.২৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) নামাযের জন্য আসেন যেখানে তিনি নামায পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার নিজের বিশ্রামকক্ষের দিকে প্রস্থান করেন। সকালে হুযুর আনোয়ার (আই.) রিপোর্ট এবং অফিসের চিঠিপত্র দেখে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং অফিসের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে তাঁর সময় ব্যয় ব্যায় হয়।

দুপুর ২টার সময় যোহর ও আসরের নামাযের জন্য আসেন।

নামায জানাযা গায়েব ও হাযের:

নামাযের পূর্বে হুযুর আনোয়ার (আই.) দুই মরহূমের জানাযা গায়েব ও এক মরহূমের হাযের নামায পড়ান যারা হলেন:

১) মাননীয় ফযলে ইলাহি তাহের সাহেব। তিনি ২২ শে আগস্ট ২০১৭ মঙ্গলবার প্রয়াত হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি মূসী ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিঞা করীম বখশ সাহেবের পৌত্র ছিলেন। মরহূম ব্যবসাসূত্রে দীর্ঘকাল ফয়সলাবাদে থেকেছেন এবং সেখানে নায়েব নাযিম তরবীয়ত হিসেবে খিদমত করেছেন।

(২) মাননীয়া কুলসুম বেগম সাহেবার(জার্মানী) জানাযা হাযের পড়ানো হয়। তিনি ২৩ শে আগস্ট ২০১৭ তারিখে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজেউন। তিনি আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। বিয়ের পূর্বেই তিনি ওসীয়্যত ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

(৩) মাননীয় ইদরীস আহমদ চৌধুরী সাহেবের (জার্মনী) গায়েব জানাযা পড়ানো হয়। তিনি ১৩ই আগস্ট ২০১৭ সালে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি প্রায় ১৪ বছর পর্যন্ত বাদ সেগবার্গ জামাতের সদর হিসেবে খিদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। মরহুম একনিষ্ঠ ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। জামাতের খিদমতের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। অভাবীদের প্রতি সহানুভুতিশীল ছিলেন এবং সবসময় তাদের সহায়তা করার চেষ্টা করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহূমীনদের মর্যাদা উন্নীত করুন। আমীন। হুযুর আনোয়ার (আই.) মরহূমীনদের উত্তারিধীকারীদেরকে সান্তনা প্রদান করেন অতঃপর তিনি তাদের জানাযা পড়ান। নামাযে জানাযার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদে এসে যোহর ও আসরের নামায পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

Karlsruhe এর উদ্দেশ্যে রওনা

আজকের প্রোগ্রাম অনুযায়ী Karlsruhe -এর জলসাগাহের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল। ৫টা ৩৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্রামকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং দোয়া করানোর পর সফরসঙ্গীর দলসহকারে Karlsruhe শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ফ্রাঙ্কফোর্টের বায়তুস সুবুহ মসজিদ থেকে Karlsruhe শহরের দূরত্ব ১৬০ কিমি। যে জায়গায় জলসার আয়োজন করা হয় সেটিকে K.Messe বলা হয়। এর মোট আয়তন হল একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গমিটার। এর মধ্যে চারটি বড় হলঘর রয়েছে এবং সবগুলিই শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক হলঘরের আয়তন ১২৫০ বর্গমিটার এবং প্রত্যেক হলঘরে চেয়ারে ১২ হাজার মানুষ একত্রে বসতে পারেন এবং প্রত্যেক হলঘরে একত্রে ১৮ হাজারের বেশি মানুষ একত্রে নামায পড়তে পারেন। সামগ্রিকভাবে এই চারটি হলঘর সংলগ্ন মোট ১২৮টি শৌচালয় রয়েছে। এছাড়াও এই অঞ্চলের মধ্যে একাধিক দফতর এবং ছোট ছোট হলঘর রয়েছে। এখানে প্রায় ১০ হাজার গাড়ি পার্কিং-এর সুবিধা রয়েছে। প্রায় দুই ঘন্টা সফরের পর সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) জলসাগাহে আসেন। জলসা সালানার ব্যবস্থাপকগণ হুযুরকে অভিবাদন জানান। হুযুর আনোয়ার জলসা সালানা হলে প্রবেশ করা মাত্রই কর্মীবৃন্দ উদ্দীপনা সহকারে নারা ধ্বনি দিতে থাকেন।

জলসার ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন:

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) অনুষ্ঠান মোতাবেক জলসা সালানা ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন আরম্ভ করেন। জলসা সালানার নায়েব অফিসারগণ একটি সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) সস্নেহে তাদের কাছে এসে হাত উঠিয়ে আসসালামো আলাইকুম বলেন। সর্বপ্রথম হুযুর আনোয়ার (আই.) সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার পরিদর্শন করেন যেখানে জলসাগাহের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লাগানো সিকিউরিটি ক্যামেরার উপর নজর রাখা হচ্ছিল। এইভাবে নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে জলসাগাহের সর্বত্র দৃষ্টি রাখা হচ্ছিল।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) স্ক্যানিং সিস্টেম অতিক্রম করে এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রোগ্রামিং ও এডিটিং বিভাগে আসেন। এই বিভাগের ব্যবস্থাপনার অধীনে নিম্নোক্ত বিভাগগুলি কাজ করছে।

অফ্ লাইন, এডিটিং, গ্রাফিক্স এবং সোশাল মিডিয়া। হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রবন্ধকদের কাছে কয়েকটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার হলঘরের বাইরে ট্রান্সমিশন বিভাগে যান যার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বাইরে তাঁবু খাটিয়ে। এখান থেকে বিভিন্ন ভাষায় জলসা সালানার অনুষ্ঠানমালার সরাসরি অনুবাদ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল-এর সেই ভ্যানেও প্রবেশ করেন যার মধ্যে আউট সাইট ব্রডকাস্ট ইউনিট লাগানো আছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) সেই স্টোরে আসেন যেখানে বিভিন্ন খাদ্য ও উপকরণাদি গুদামজাত করে রাখা হয়েছিল। এখান থেকে বিভিন্ন বস্তু প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। হুযুর আনোয়ার (আই.) ব্যবস্থাপকদের কাছে বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) লঙ্গর খানা পরিদর্শন করেন। সর্ব প্রথম হুযুর আনোয়ার মাংস কাটা এবং সেটিকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করার বিষয়টি নিরীক্ষণ করেন। এই কাজের জন্য কনটেনারের মত একটি রেফ্রিজেরাটার নেওয়া হয়েছে যেখানে কয়েক টন মাংস রাখা হয়।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) লঙ্গরখানা পরিদর্শন করেন খাদ্যপ্রস্তুতির ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ করে খাদ্যের মান যাচাই করেন। ডাল এবং মাংস-আলুর তরকারি প্রস্তুত ছিল সেই সঙ্গে অতিথিদেরকে দেওয়ার জন্য রুটিও রাখা ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ডাল এবং মাংস-আলু উভয় তরকারি থেকে কয়েক গ্রাস মুখে নিয়ে সেগুলি ভালভাবে রান্না হয়েছে কি না পরীক্ষা করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) খাদ্যের মান সম্পর্কে ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে কথা বলেন। লঙ্গর খানার কর্মীরা একটি বড় আকারের কেক তৈরী করে রেখেছিল। হুযুর আনোয়ার খুদ্দামদের জন্য সেটিকে কেটে কয়েকটি টুকরো দেন। এরপর লঙ্গরের কর্মীরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ছবি তোলার সৌভাগ্য লাভ করেন। লঙ্গর খানার বাইরে বড় হাঁড়িগুলির জন্য ওয়াশিং মেশিন লাগানো হয়েছিল। এই মেশিনগুলি গত দশ বছর থেকে লাগানো হচ্ছে এবং প্রতি বছর এই ব্যবস্থাটিকে উন্নত করে তোলা হচ্ছে। এই মেশিন আহমদী ইঞ্জিনিয়াররা একত্রে তৈরী করেছেন। প্রথম দিকে মেশিনের উপর বড়-হাঁড়িগুলি রাখার পর সুইচ টিপতে হত। কিন্তু এখন সুইচ দিতে হয় না, বরং মেশিনের উপর হাঁড়ি রাখা মাত্রই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিন কাজ শুরু করে দেয়। একটি সেন্সর লাগানো হয়েছে যার ফলে মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে এবং পরিস্কার করে ধোয়ার পর নিজে থেকেই হাঁড়ি বেরিয়ে আসে। এই মেশিনে কর্মরত কর্মীরা একটি সারিতে মেশিনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। হুযুর আনোয়ার হাত উঁচু করে সকলের উদ্দেশ্য আসসালামো আলাইকুম বলেন।

লঙ্গরখানার নিকটেই আরেকটি তাঁবু খাটিয়ে অতিথিদের জন্য ব্যপকহারে চা তৈরী করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার ব্যবস্থাপকদের কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার সেখানে আসেন যেখানে প্রাইভেট তাঁবুসমূহ লাগানো হয়েছিল। তিনি দুইপাশে তাঁবুর সারির মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান। রাস্তার উভয়পার্শ্বে জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত পরিবারের মানুষ নিজেদের তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, অনেকে আবার নিজেদের তাঁবু খাটানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সকলে হাত উঁচু করে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে সালাম নিবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) হাত তুলে তাদের সালামের উত্তর দিলেন। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে কথা বললেন। বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ অনবরত নারা ধ্বনি দিচ্ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) কয়েকটি পরিবারকে তাদের তাঁবুর আয়তন সম্পর্কে জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, এতে কতজন মানুষ থাকতে পারে।

এরপর হুযুর আনেয়ার (আই.) লাজনা জলসাগাহতে আসেন এবং সেখানে লাজনাদের ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাদের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন বিভাগ দেখার পর কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। লাজনা জলসার

ব্যবস্থাপনার জন্য প্রধান ব্যবস্থাপকের অধীনে ১২ জন সহকারী ব্যবস্থাপক রয়েছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার জন্য মোট ৬৪ জন ব্যবস্থাপক রয়েছেন এবং সহকারী ব্যবস্থাপক রয়েছেন মোট ৩৩৯ জন। ব্যবস্থাপনা বিভাগের সংখ্যা হল ৬৫টি এবং স্বেচ্ছাসেবীকাদের সংখ্যা হল মোট ২৬৫৮ জন। অর্থাৎ লাজনাদের পক্ষ থেকে মোট ২৬৫৮ জন মহিলা এবং বালিকারা ডিউটি দিচ্ছিল। লাজনা বিভাগ পরিদর্শনের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) এম.টি.এ স্টুডিও এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেন যেখানে তিনি কয়েকটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার বুকস্টল পরিদর্শন করেন যেখানে টেবিল ও স্ট্যান্ডের উপর বই-পুস্তক সাজিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে বই পিপাসু ব্যক্তিরা সহজে নিজেদের পছন্দের বইটি খুঁজে পান। সেক্রেটারী ইশা'ত হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সমীপে নিবেদন করেন যে, 'হাদীকাতুস সালেহীন'-এর জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে 'হায়াতে তৈয়্যবা' পুস্তকটির জার্মান অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) পুস্তক দুটি দেখেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) হিউম্যানিটি ফার্স্ট বিভাগ পরিদর্শন করেন। আফ্রিকায় পানীয় জলের জন্য যে সব হ্যান্ডপাম্প লাগানো হয়েছে সেগুলির ছবিতে দেখানো হয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে সেখানে একটি হ্যান্ডপাম্প বাস্তবেও লাগানো হয়েছিল। হিউম্যানিটি ফার্স্টের চেয়ার ম্যান ডক্টর আতহার যুবের সাহেব হ্যান্ডপাম্প চালিয়ে পানি বের করে দেখান। জার্মানীর হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর স্টলে রাখা বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) জিজ্ঞাসা করেন এবং এখান থেকে বিভিন্ন সরঞ্জাম সংবলিত একটি প্যাকেজ যথারীতি অর্থ দিয়ে ক্রয় করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর স্টল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, জামেয়া কর্তৃপক্ষ কি করছে? এই প্রশ্নের উত্তরে স্টল প্রবন্ধক বলেন, এখানে জামেয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার জন্য দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রশ্ন করেন, এখানে কোন কোন বিভাগের অফিস বানানো হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তরে জার্মানীর আমীর সাহেব বলেন- ওসীয়্যত বিভাগ, রিশতা-নাতা বিভাগ, আমুর আমা বিভাগ, একশটি মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত বিভাগ, অডিও-ভিডিও বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, বুকস্টল, খুদ্দাম বিভাগ, গ্রীন এরিয়ার জন্য কার্ড সরবারহকারী বিভাগ ইত্যাদি। হুযুর আনোয়ার (আই.) একশটি মসজিদ নির্মাণ বিষয়ক বিভাগে আসেন। এখানে জার্মানীতে তৈরী হওয়া বিভিন্ন মসজিদের ছবির সঙ্গে সেগুলির তথ্য ও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) জায়েদাদ সেক্রেটারীকে নির্মীয়মাণ মসজিদগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং কয়েকটি বিষয়ে তাঁকে দিক-নির্দেশনা দেন। জলসা সালানার বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) পুরুষ জলসাগাহ্-তে আসেন যেখানে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী জলসা সালানার ডিউটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। নাযেম বা ব্যবস্থাপকগণ তাদের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসে ছিলেন।

জলসা সালানা অফিসার, জলসাগাহ্ অফিসার এবং খিদমত খাল্ক অফিসার ছাড়াও ১২ জন সহকারী অফিসার উপস্থিত ছিলেন। ব্যবস্থাপকদের সংখ্যা ছিল ৭১ জন। সহ-ব্যবস্থাপকদের সংখ্যা ছিল ২৫৫ জন। অপরদিকে মুন্তাযিম বা প্রবন্ধকদের সংখ্যা ছিল ২৭৩ এবং কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা ছিল ৬৯৭৮ জন। এইরূপে সামগ্রিকভাবে মোট ৭৫৯২ জন কিশোর ও যুবক ও মাঝবয়সী পুরুষরা জলসার ডিউটি দিচ্ছেন। লাজনাদের কর্মীদের এর অন্তর্ভুক্ত করলে সংখ্যা দাঁড়াবে ১০২৫০।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাননীয় নুরুদ্দীন আশরফ সাহেব যিনি জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর দরজা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। অতঃপর হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ প্রদান করেন।

২০১৭ সালের জার্মানীর সালানা জলসার কর্মীবৃন্দ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাশাহুদ, তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর বলেন: আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে জার্মানী জামাত আরও একটি জলসার আয়োজন করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। যেভাবে জলসায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অনুরূপভাবে কর্মীবৃন্দের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু নতুন বিভাগও গঠন করা হয়েছে যেগুলি হয়তো পূর্বে ছিল না এবং সেগুলির জন্য কর্মীর অভাব হয় না। জামাতের উপর এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ সেবাদানকারী কর্মী তিনি স্বয়ং দিয়ে থাকেন। একসময় কর্মীদেরকে নিজেদের বিভাগের কাজের জন্য যথরীতি প্রশিক্ষণ দিতে হত, কিন্তু আল্লাহ্র কৃপায় প্রত্যেকটি বিভাগের কর্মীবৃন্দ থেকে শুরু করে, ব্যবস্থাপক, সহকারী-ব্যবস্থাপক এবং স্বেচ্ছাসেবীরা নিজ নিজ বিভাগে দক্ষ। আর যেহেতু তাদের মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা রয়েছে, সেই কারণে খোদা তা'লাও তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন এবং তিনি তাদেরকে অতি উৎকৃষ্ট পর্যায়ের খিদমতের তৌফিক দান করেন।

জাগতিক ক্ষেত্রে যদি এত বিশাল ব্যবস্থাপনা হত তবে সেক্ষেত্রে কাজের জন্য এমন মানুষদের একত্রিত করা হত যাদের পেশাদারি দক্ষতা রয়েছে। কিন্তু এখানে এমন কর্মীবৃন্দ যারা বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত তাদের কেউ চিকিৎসক, কেউ প্রকৌশলী, কেউ বা ছাত্র। এছাড়াও এমন মানুষ রয়েছেন যারা আরও বিভিন্ন কাজ ও ব্যবসা-বাণিয্যে নিযুক্ত রয়েছেন। যেমন-কেউ গাড়ি চালাচ্ছে বা অন্য কোন কাজ করছে। অতএব এটি সেবা করার সেই স্পৃহা যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সদস্যদেরকে দান করেছেন।

সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের এমন দুশ্চিন্তা নেই যে, কর্মীরা কাজ করে না। তবে যদি চিন্তা থেকে থাকে তবে সেটি হল এই যে, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা সেবার মানসে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যায়, কিন্তু অফিসারদেরকেও নিঃস্বার্থভাবে খিদমতের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করা উচিত এবং এর জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা দরকার। একটু আগেই কুরআন মজীদের যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে সেখানেও একথা বলা হয়েছে যে, আল্লহ্ তা'লা মোমেনীনদের একত্রিত করতে চান যাতে তারা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে কাফেরদের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন- وَقُلُوبُهُمْ شَتّٰى অর্থাৎ তাদের হৃদয়সমূহ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু একজন মোমিনের বৈশিষ্ট্য এমন নয়। মোমিনদের অন্তর পরস্পর প্রেম ও ভালবাসার সূত্রে গ্রোথিত থাকে। অতএব অফিসাররাও যদি পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা, প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে কাজ করি তবে কাজে আরও বেশি আশিস বর্ষিত হবে। তাদের যোগ্যতার বলে কোন বরকত বা আশিস লাভ হয় না। অফিসারদেরকে এমন চিন্তাধারা মাথা থেকে বের করে দেওয়া উচিত। আশিস লাভ হয় এই কারণে যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার জন্য কর্মীবৃন্দ প্রস্তুত করার দায়িত্ব নিয়েছেন, এবং তিনি কর্মীবৃন্দের অন্তরে এই প্রেরণার সঞ্চার করেন যে, অফিসার ভাল হোক বা মন্দ, অলস হোক বা পরিশ্রমী- যেভাবে মেশিন চালু করে দেওয়ার পর এর যন্ত্রাংশগুলি অবিরাম গতিতে কাজ করে চলে, অনুরূপভাবে কর্মীদেরকেও কাজে নিযুক্ত করে দেওয়ার পর নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে। অতএব কর্মীরা প্রত্যেকটি বিভাগে এভাবেই কাজ করে চলে।

সুতরাং আজ আমি কর্মীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই না, কেননা আমি জানি তাদের মধ্যে খিদমত করার এক স্পৃহা রয়েছে, তাদেরকে যে কাজ দেওয়া হবে তারা করবে। ইনশাআল্লাহ॥ আমাদের অফিসাররাও যেন পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে আর এই পারস্পরিক সহযোগিতাই কাজে বরকত প্রদান করবে এবং তাদেরকে পুণ্যের অধিকারী করে তুলবে। আর যদি পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকে তবে অনেক সময় শত্রুরাও সেটি কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। অতএব উপর থেকে নীচে পর্যন্ত প্রত্যেক বিভাগের অফিসারদের এই বিষয়ে চিন্তা করে দেখা উচিত এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। দোয়া করে নিন।

ভাষণের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করান। এরপর প্রোগ্রাম অনুযায়ী হুযুর আনোয়ার (আই.) মগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর তিনি বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

'ইসলাম ও কুরআন প্রদর্শনী' শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে তবলীগি প্রদর্শনী ছাড়াও রিভিউ অফ রিলিজিওনস (জার্মানী) -এর স্টলকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর পাশে একটি অংশে এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনালও (লন্ডন) একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) সেই স্থানটিও পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি নিজের বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন। জলসার দিনগুলিতে জলসাগাহের ভিতরের একটি অংশেই হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশ্রাম ও শয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

****

২৫ শে আগস্ট, ২০১৭ (শুক্রবার)

হুযুর আনোয়ার (আই.) সাড়ে পাঁচটার সময় পুরুষদের জলসাগাহে এসে ফজরের নামায পড়ান। নামাযের পর তিনি বিশ্রামকক্ষে চলে যান। সকালে তিনি অফিসের চিঠিপত্র দেখেন এবং বিভিন্ন প্রকারের অফিসের কাজ সম্পাদনের কাজে ব্যস্ত থাকেন।

আজ জলসার প্রথম দিন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ জামাতে আহমদীয়া জার্মানীর ৪২তম সালানা জলসা শুভারম্ভ হতে চলেছে। দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের জন্য জলসাগাহে আসেন। হুযুর আনোয়ার আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করেন। অন্যদিকে জার্মানীর আমীর সাহেব জার্মানীর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করান।

এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষ থেকে এখানে সকাল থেকে সরাসরি সম্প্রচার আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান সারা পৃথিবীতে সরাসরি সম্প্রচার হয়েছে। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) পুরুষ জলসাগাহে এসে জুমার খুতবা প্রদান করেন। এরই সাথে জলসা আরম্ভ হয়। সম্পূর্ণ খুতবাটি ১৪ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সালে ৩৭ নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

৩টা পর্যন্ত হুযুর আনোয়ার (আই.)-এই খুতবা প্রদান করেন। খুতবা এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনালে সরাসরি সম্প্রচার হয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে নিম্নোক্ত ১৪টি ভাষায় এর সরাসরি অনুবাদ সম্প্রচারিত হয়েছে।

আরবী, জার্মান, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, ফার্সি, তুর্কি, বাংলা, বসনিয়ান, বুলগেরিয়ান, আলবেনিয়ান, রাশিয়ান, সোয়াহেলী, স্পেনিশ এবং গ্রীক।

ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার গ্রহণ

খুতবা জুমার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) জুমার সঙ্গে আসরের নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী হুযুর আনোয়ার (আই.) কনফারেন্স রুমে আসেন যেখানে ৩টা ২৩ মিনিটে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নোক্ত ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক ও প্রতিনিধিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া

(১) T.V K8 KOCANI (Mesodonia)
(2) Globo T.V (Brazil)
(3) T.V Euro Times
(4) La Republica (Italy)
(5) Kurier (Austria)

ন্যাশনাল মিডিয়া
(1) T.V ZDF HEUTE
(2) RTL 04 NTV
(3) TVN 24
(4) T.V MIMA ARD
(5) DPA PHOTO (Print Media)
(6) DPA Print
(7) Public Forum (Print
(8) APD (Print)

Local Media
(1) TV. SWR
(2)SWR Radia
(3) BNN (Print Media)
(4) KE News
(5) Soud West Press (Print Media)
(6) Badsche Zeitung (Print Media)

* একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: ব্রাজিলে অধিকাংশ খৃষ্টানকে এবিষয়টি বোঝানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে, ইসলাম উগ্রবাদের ধর্ম নয়। অপরদিকে কুরআন মজীদে কতিপয় আয়াত আছে যেখানে উগ্রবাদের উল্লেখ রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনার কাছে কি সেই আয়াতগুলি বা সূরাগুলি আছে যেখানে এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে? যদি আপনি ইসলামের ইতিহাস খুলে দেখেন তবে জানতে পারবেন যে, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) তেরো বছর পর্যন্ত নির্যাতন ও নিপীড়ন সহন করে এসেছেন। তারপর আল্লাহ্ তা'লার অনুমতিক্রমে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর মদিনায় হিজরত করার দেড় বছর পর মক্কার কুফফাররা পুনরায় আক্রমণ করে। তেরো বছর পর্যন্ত নীরবে সহ্য করে আসার পর নিজের উপর আক্রমণের জবাব দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। এই প্রথম কাফেরদের আক্রমণের জবাবে অনুরূপ আক্রমণ করার অনুমতি মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ের উল্লেখ ২২ নং সূরার ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখন তোমাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হল, কেননা এখনও যদি তাদেরকে প্রতিহত না করা হয় তবে ইহুদীদের কোন উপাসনাগার, খৃষ্টানদের কোন গীর্জা, কোন মন্দির বা মুসলমানদের কোন মসিজদ নিরাপদ থাকবে না। সেই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। এই আয়াতে উপাসনাগার, গীর্জা এবং মন্দিরের পর সবশেষে মসজিদের উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম অহেতুক যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। এরপরও লক্ষ্য করুন যে, সমস্ত যুদ্ধ বা যুদ্ধের পরিস্থিতি সবসময় মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকেই তৈরী করা হয়েছে এবং মুসলমানেরা সেগুলিকে কেবল প্রতিহত করেছে মাত্র। অতএব সেই সমস্ত আয়াত যেখানে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বা যেখানে এর থেকে প্রতিহত করা হয়েছে সেখানে প্রজ্ঞা রয়েছে। এই আদেশগুলি প্রজ্ঞাশূন্য নয়। যেরূপ বর্তমান কালের নামধারী মুসলমান সন্ত্রাসী সংগঠনগুলি করছে। আর কেবল ইসলাম ধর্মই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেয় না বরং তওরাতেও পাঁচ হাজারেরও বেশি আয়াত রয়েছে, এমনকি ইঞ্জিলেও কতিপয় আয়াত রয়েছে যেখানে লেখা আছে যে, হযরত মসীহ নাসেরী (আ.) বলেছেন-'যদি তোমাদের একগালে কেউ চড় মারে তবে তাকে দ্বিতীয় গালটি বাড়িয়ে দাও'- এই শিক্ষা সত্ত্বেও ইঞ্জিলে বলা হয়েছে যে, তোমাদের উপর অত্যাচার করা হলে তোমরা তার মোকাবেলা করবে। 'যেমন কর্ম তেমন ফল'- এই নীতিই এখানে অনুসরণ করা হয়েছে। অন্যথায় মুসলমানদেরকে কখনো যুদ্ধ আরম্ভ করার অনুমতি দেওয়া হয় নি আর ধর্মের বিষয়ে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, এতে কোন বলপ্রয়োগ নেই। এ প্রসঙ্গে আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বিষয়ে কাল বিকেলের অধিবেশনে আলোচনা করব।

*একজন সাংবাদিক নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন তিনি SWR টিভির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি উদারপন্থী জামাত, সমকামিতা সম্পর্কে আপনার অবস্থান কি? যদি এমন কোন ব্যক্তি (জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে) আসে, তবে আপনারা কি তাকে গ্রহণ করবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমার সম্পর্ক ধর্মীয় জগতের সঙ্গে। আমার পবিত্র কুরআন মজীদ বলে, এটি মন্দ ও গর্হিত কাজ। এমনকি বাইবেলেও লূত জাতির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এবং কুরআন মজীদের তুলনায় বেশি বিশদ ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব এটি এমনএকটি কাজ যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না, তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ এবং পবিত্র গ্রন্থাবলীতে এটিকে পছন্দ করা হয় নি, তবে আমি একজন ধর্মীয় ব্যক্তি হিসেবে কিভাবে এটিকে পছন্দ করতে পারি? কিন্তু আমি একথাও বলব না যে, তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা উচিত।

* একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এখানে জার্মানীতে দুটি মসজিদ এমন মুসলমানদের যারা নিজেদেরকে উদারপন্থী হিসেবে পরিচয় দেয়। সেখানে পুরুষ ও মহিলা একত্রে নামায পড়ে এবং তারা সমকামিতাকে বৈধ বলে মনে করে। এটি কি বিপথগামিতা নয়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: দেখুন, যতদূর পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুরুষ ও মহিলাদের নামায পড়ার সম্পর্ক- সেটি সম্পূর্ণ অনুচিত পন্থা। মহানবী (সা.)-এর যুগে পুরুষ ও মহিলা একই হলঘরে নামায পড়তেন, কিন্তু নিয়ম ছিল এই যে পুরুষরা সামনে দাঁড়াবেন আর মহিলারা পিছনে। এর পিছনে একটি যুক্তি ও প্রজ্ঞা রয়েছে। আমি তা বর্ণনা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে এবং সম্মেলনের জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তা যথেষ্ট হবে না। যাইহোক এটি সঠিক পন্থা নয়, কিন্তু একই কামরায় নামায পড়া যেতে পারে। আমার মনে আছে যে, যুক্তরাজ্যে এক রাজনীতিবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি কোন একটি পার্টির নেতাও ছিলেন, তিনি আমাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। আমি তাঁকে এই উত্তরই দিয়েছিলাম যে এটি মহানবী (সা.)-এর যুগে হয়েছে। কিন্তু এখন মহিলাদেরকে বেশি সুবিধা ও সাচ্ছন্দ প্রদানের জন্য (পৃথক হলঘরের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে), কেননা তারা পৃথক হলঘরে বা কামরায় বেশি সাচ্ছন্দ বোধ করে এবং বেশি স্বাধীনভাবে নিজেদের বোরকা ত্যাগ করে ইবাদত করতে পারে। অন্যথায় তাদেরকে বোরকা ও পর্দার মধ্যে থাকতে হয়। পুরুষদের সঙ্গে একই হলঘরে নামায পড়া তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়। দ্বিতীয়ত, যতদূর সমকামিদের মসজিদের আসার প্রশ্ন, তবে (একথাই বলব যে) যদি কোন সমকামি মুসলমান মসজিদে এসে নামায পড়তে চায় এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয় আর তাকে আমরা বাধা দেওয়ার অধিকারও রাখি না। আমরা জানি না যে, আমাদের মসজিদে কতজন সমকামি ব্যক্তি এসে থাকে। কেউ নিজেকে সমকামি হিসেবে ঘোষণা করে না আর কেউ যদি ঘোষণা করেও থাকে তবে আমরা তাকে বাধা দিতে পারি না। সে যদি নামাযের জন্য আসতে চায় তবে আসুক।

* সেই সাংবাদিক আরও প্রশ্ন করেন যে, যদি কোন মুসলমান এমন (উদারপন্থীদের) মসজিদে যায় তবে আপনারা তাকে মুসলমান মনে করবেন না কি কাফের বা ধর্মচ্যুত?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত না মুরতাদ বা ধর্মচ্যুত বলতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন বলে ঘোষণা না করে। সে যখন নিজেকে মুসলমান বলে তখন আপনারা তাকে কোন যুক্তিতে এরূপ বলতে পারেন? ইসলামের পয়গম্বর (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলে, এমনকি সে যদি কেবল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-ও ঘোষণা করে, অর্থাৎ আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, তবে আমরা তাকে বলতে পারি না যে তুমি মুসলমান নও। বস্তুতঃ আমরা উদারপন্থী নই, বরং প্রাচীনপন্থী।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 26 Oct, 2017 Issue No. 43

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমরা সেই প্রকৃত শিক্ষামালা মেনে চলি যা মহানবী (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে শিক্ষা তিনি (সা.) স্বয়ং অনুশীলন করে দেখিয়েছিলেন। বর্তমানে যারা নিজেদেরকে প্রাচীনপন্থী বলে পরিচয় দিচ্ছে, বস্তুতঃ তারা প্রাচীনপন্থী নয়, বরং তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

* একজন মহিলা সাংবাদিক নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করে বলেন যে তিনি ইতালি থেকে এসেছেন। তিনি বলেন সম্প্রতি যে সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটেছে সেই কারণে ইতালিতে ইসলাম নিয়েঘোর বিতর্ক চলছে, যেটিকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়। জিহাদ সম্পর্কে আপনি কি ধারণা পোষণ করেন এবং ইসলামের নামে এই সন্ত্রাসবাদকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন? আমার আরও একটি প্রশ্ন আছে.....

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি আগে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই। প্রথমতঃ প্রশ্ন হল এটি কি জিহাদ? দেখুন ইতালির বার্সেলোনায় যারা নিহত হয়েছেন তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিল। তাদের মধ্যে কিছু পাকিস্তানী ছিল, এছাড়াও কিছু মানুষ ছিল যাদের সম্পর্ক আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। যাইহোক নিহতদের মধ্যে মুসলমানও ছিল আর এটি জিহাদ নয়। জিহাদের অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া হয়, যেরূপ পূর্বে আমি বর্ণনা করে এসেছি, অর্থাৎ যদি কোন মুসলমানের উপর অ-মুসলিমদের পক্ষ থেকে আক্রমণ করা হয়। ইসলামী জিহাদ হিসেবে তখনই গণ্য হবে যখন ইসলামের উপর আক্রমণ হবে। বর্তমান যুগে এমন কোন দেশ নেই যে ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে বা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই কারণে এগুলি জিহাদ নয়। এটি হল হতাশাগ্রস্ত মানুষদের দ্বারা নিজেদের জঘন্য উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার মাধ্যম মাত্র। এবং তাদেরকে এমন নামধারী আলেমরা সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে যারা কুরআন মজীদের সঠিক অর্থও জানে না। আমরা সব সময় এমন অপকর্মকে ধিক্কার জানাই।

* সেই সাংবাদিক নিজের দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন: আপনি তো এমন করে থাকেন, কিন্তু ইতালি এবং জার্মানীতেও মুসলমানরা এমন ঘটনার প্রকাশ্যে নিন্দা করে না.... তাদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তারা এমন ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিন্দা করে না, কিন্তু আমরা প্রকাশ্যে নিন্দা করি। আমি কেবল নিজের কমিউনিটির দায়িত্ব নিতে পারি, অন্যদেরকে তো আর বাধ্য করতে পারি না। আমার মতে যদি কোন অপকর্মের বিরুদ্ধে বলার সুযোগ হয় তবে বলা উচিত আর এটিই প্রকৃত সমন্বয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন পদক্ষেপ গ্রহণে অংশ গ্রহণ করা হবে সমন্বয় ঘটতে পারে না। প্রকৃত সমন্বয়ের দাবি হল এমন কাজে অংশ গ্রহণ করা।

* মেসিডোনিয়া থেকে আগত এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: এমন সমারোহ বা সমাবেশের গুরুত্ব কতখানি যেখানে মানুষ প্রেম-প্রীতি এবং নিজের ধর্মের বিষয়ে বলতে পারে যখন কি না পৃথিবীতে যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা (আ.) বলেন- আমি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মূলতঃ দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছি আর সেটি ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী। প্রথমটি হল, মানুষকে তার প্রকৃত স্রষ্টার অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করে তোলা এবং দ্বিতীয় হল নিজেদের সঙ্গীদের (মানুষের) অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করা। কেননা, যদি অপরের অধিকার প্রদানের এবং শান্তিপূর্ণভাবে পৃথিবীতে বসবাসের চেষ্টা করা হয় তবে তা একমাত্র প্রেম-প্রীতি দ্বারাই হওয়া সম্ভব।

*একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: এই পাশ্চাত্যের সমাজে আপনাদের সম্প্রদায় কি বৃদ্ধি লাভ করছে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের সংখ্যা কম হচ্ছে না, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ, আরব বিশ্ব এবং আমেরিকায় সর্বত্র আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামে অল্প সংখ্যক মানুষ আমাদের জামাতে এলেও সংখ্যা তো ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এখানে আমাদের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা দেখেও এটি অনুমান করা যায়। পাঁচ বছর পূর্বে এখানে উপস্থিতির সংখ্যা কেবল ১৫ হাজার ছিল আর আজকে নামাযের সময় প্রায় ২৩ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন, শেষের দিন এই সংখ্যা আরও বাড়বে। যদিও এখানে অতিথিরাও অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু এর ৯৯.৯৯ শতাংশই আহমদী। অতএব আমরা বৃদ্ধি পাচ্ছি এবং ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য আর সেই বাণী প্রচার করে চলেছি। জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এজন্য পাঠিয়েছেন যেন আমি সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার করি। আর এটিই আমাদের কর্তব্য যা আমরা পালন করে চলেছি। এই প্রচার কার্যের পরিণামেই আমরা বিস্তার লাভ করছি। আমরা মানুষকে কোন আকর্ষণীয় অফার বা সুযোগ দিই না যে তারা জামাতে এলে অমুক অমুক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। কেবল একটি কল্যাণ বা লাভের কথা আমরা তাদেরকে বলি আর সেটি হল এর মাধ্যমে আপনারা নিজেদের স্রষ্টার নৈকট্যভাজন হয়ে উঠবেন এবং দ্বিতীয় কথা হল মানবজাতির অধিকার প্রদান কর আর এটিই আমার আজকের খুতবার সারংশ ছিল।

* মেসিডোনিয়া থেকে আগত অপর এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: মহামহিমান্বিত হুযুর! অন্যান্য ধর্ম বিশেষ করে খৃষ্টবাদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে কিছু বললে উপকৃত হব। আপনি কি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারীর দুই ব্যক্তির মধ্যে বিয়ের অনুমতি দেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যতদূর আমাদের সম্পর্ক, আমরা বিশ্বাস রাখি যে সমস্ত ধর্ম খোদার পক্ষ থেকে। খৃষ্টধর্ম হোক বা ইহুদী ধর্ম- প্রত্যেক ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ছিল যা অভিন্ন ছিল। আমরা এও ঈমান রাখি যে, প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক জাতিতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নবী বা আম্বিয়া এসেছেন। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন, একজন মুসলমানের ঐ সকল নবীদের উপর ঈমান আনা উচিত। আমরা সবসময় আন্তঃধর্মীয় আলোচনার আয়োজন করে থাকি। এমনকি জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কাদিয়ানের এই ছোট্ট জনপদে একটি হলঘর নির্মাণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের ডেকে আমন্ত্রণ করা হবে যারা নিজের নিজের ধর্ম সম্পর্কে বলতে পারবে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা উদারমনা। আমরা প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করে থাকি।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: হযরত মসীহ নাসেরী সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত মসীহ নাসেরী আল্লাহ্ তা'লার সত্য নবী ছিলেন। এমনকি জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা (আ.) বলেন, আমি ঈসা (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে এসেছি, যেরূপ হযরত ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাতে এসেছিলেন যাতে তিনি সমস্ত ইহুদীদেরকে একত্রিত করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন। তিনি আরও বলেন, আমিও ঠিক তেমন এবং আমি হলাম মহম্মদী মসীহ। অন্যদিকে আমি ঈসা সদৃশ হয়ে এসেছি, তাই আমি কিভাবে তাঁর অবমাননা করতে পারি? এটি জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার দাবি ছিল। অতএব খৃষ্টবাদ সম্পর্কে এটিই আমাদের ধর্মবিশ্বাস। যতদূর পোপের পদমর্যাদার সম্পর্ক, আমার মতে ইসলামি পরিভাষায় পোপ হলেন ঈসা বা মসীহ নাসেরীর খলীফা। পোপ ধারাবাহিকভাবে মসীহ নাসেরীর প্রতিনিধিত্ব করে চলেছেন। ক্যাথলিকরা এমনটিই বিশ্বাস করেন। তাদের এই প্রতিনিধিত্বকে আমরা খিলাফত বলে থাকি।

ZAF -এর প্রতিনিধি এবং সাংবাদিক বলেন, আমি পড়েছি যে, আহমদীরা যেদেশে বসবাস করে সেই দেশকে ভালবাসে এবং সেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং মূল্যবোধকে রক্ষা করে চলে। আজ আমি জানতে পারলাম যে, পুরুষরা মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করতে পারে না। এটি কি স্ববিরোধ বা সংঘাতের বিষয় নয়?

এরপর দুইয়ের পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.